মহারাণী শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবীর করকমলে সশ্রদ্ধা
প্রীতির সহিত উপহৃত হইল।

শ্রীহেমনলিনী চৌধুরাণী

পাথার

পাথার

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত

সন ১৩২১

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেস হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা

উৎসর্গ পত্র

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু

করকমলেষু—

সহৃদয় বন্ধু,

আপনি শুধু একজন শ্রেষ্ঠতম জননায়ক বলিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই,—আমি মুগ্ধ হইয়াছি আপনার হৃদয়-মাহাত্ম্য দেখিয়া। আন্তরিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও ভাবপ্রবণতার সোপান বাহিয়া আপনি যে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, যদি এই প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ হারাইয়া না ফেলেন, তবে আপনার সিদ্ধি কার সাধ্য রোধ করে? আপনি জয়ী হোন্, এই শুভ ইচ্ছার সহিত এই কাব্য উপহার দিয়া আপনার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রীতি জ্ঞাপন করিলাম।

গ্রন্থকার

পরিচয়

এই কাব্যের সমস্ত কবিতাই পুরীর সিন্ধুতীরে রচিত। এবার সাগর-সম্ভাষণে যাহা পাইয়াছি, রোমাঞ্চিত-প্রাণে ছন্দোবদ্ধ করিতে করিতে ভাবিয়াছি—এ যে অকূল পাথার! সেই জন্য ইহার নাম হইল 'পাথার'। দুই চারিটি কবিতা অন্যত্র সাগর-দর্শনেব ফল হইলেও এবং দুই একটিতে অন্য কেহ সিন্ধু-গন্ধ খুঁজিয়া না পাইলেও, সে সকলের জন্য আমি পুরীর সমুদ্রের কাছেই ঋণী।

এখানে উল্লেখ আবশ্যক, এই কাব্যখণ্ডগুলির অধি-কাংশেরই নামকরণ করিতে গিয়া আমি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়াছি; তাই, সবার বেলাই এক ব্যবস্থা হইয়াছে—শিরোনামে সাহিত্যের বদলে গণিতের ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, যদি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উচ্ছৃঙ্খল ঢেউ থাকে থাকে সাজান সম্ভবপর হয়, তবে এই গ্রন্থের গ্রন্থনে একটি ক্রমবিকাশের শৃঙ্খলা অনেকেরই নজরে পড়িবে।

গ্রন্থকার

সূচী

কবিবর

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

প্রণীত

কাব্য-গ্রন্থাবলী

(দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে)

বিখ্যাত সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত জলধর সেন সম্পাদিত।

উত্তম কাগজ! পরিপাটি ছাপা! সুন্দর বাঁধাই!

ইহাতে কবিবরের নানা বয়সের ছবি ও নিম্নলিখিত কাব্যগুলি থাকিবে।

প্রথম খণ্ড—

১। পদ্মা ২। যমুনা ৩। গীতিকা ৪। গীতি ৫। দীপালী ৬। দীপ্তি ৭। আরতি ৮। গল্প ৯। গাথা ১০। গান (স্বরলিপিসম্বলিত)

দ্বিতীয় খণ্ড—

১১। আখ্যায়িকা ১২। চিত্র ও চরিত্র ১৩। কবিতা ১৪। গৈরিক ১৫। পাথেয় ১৬। গৌরাঙ্গ (৬ সর্গে সমাপ্ত) ১৭। পাথার ১৮। পাষাণ

সাধারণ সংস্করণ—মূল্য প্রতি খণ্ড ২৲ টাকা,

দুই খণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা

বিশেষ সংস্করণ—মূল্য প্রতি খণ্ড ৩৲ টাকা,

দুই খণ্ড একত্রে ৫৲ টাকা।

এখনই গ্রাহক হইবার জন্য লিখুন।

উক্ত কবিবর প্রণীত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

ভাগ্যচক্র (মিনার্ভায় অভিনীত)

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিম্নলিখিত নাট্যাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

হামির (ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

অন্নচিন্তা (সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

আক্কেল-সেলামী (প্রহসন)

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার নিকট লইলে, ডাক ও ভিঃ পিঃ খরচ লাগে না।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা

৩৫।২ নং বিডনষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পাথার

(১)

পাথার, আমি ছুটে এলাম আবার,
অনেক বাধা-বিঘ্ন হ'য়ে পার !
বালক যেমন স্নেহের টানে ছুটে আসে গৃহের পানে,
যত ঘামে, নাহি থামে, ফূর্ত্তি বাড়ে তার,
ছাতা চাদর গেছে উড়ে, আস্‌ছে ধেয়ে রোদে পুড়ে,
শিষ দেয়, আর ছোটে খেয়ে আছাড়,
আমিও তেম্‌নি ছুটে এলাম, পাথার !

অনেক কাল পর দেখ্‌তে এলাম তোমায়।
কেমন আছ, জান্‌তে এলাম, দিতে এলাম প্রাণের প্রণাম,
মনের হাতে পা নেবো আজ মাথায়।
যে চোখ দিয়ে দেখেছিলাম, হিয়ায় যে রূপ এঁকেছিলাম,
যে মন নিয়ে ঠেকেছিলাম কাঁচা প্রেমের দায়,
তেমনি তাজা আছ কি না, দেখ্‌তে এলাম তোমায়।

পাথার

শুনতে এলাম তোমার মুখের বাণী।
যে স্বর শুনে মজেছিলাম, তোমায় আমি ভজেছিলাম,
যে সুর-সুধা ঢেলেছিলাম আপিত বুকে আনি,
জানে না তা আর ত কেউ, এলাম নিতে তারই ঢেউ,
প্রাণের বাণে বিঁধ্‌তে এলাম গানের মরম খানি,
শুনতে এলাম পুরাণ মুখে এবার নূতন বাণী।

সাত রাজার ধন লুটতে এল্যাম এবার তোমার ঘরে!
সেবার ছিল অন্ধের একা সাগর-জলে সাঁতার শেখা,
ভ্রূণ যেমন গোত্তা মেরে মার জঠরে নড়ে,
মন-বুলবুল পাখা মেলে আজ তেলাকুঁচ-শাখা ফেলে
উড়াল দিতে চায় বেচারা ঈথরের শেষস্তরে,
সাত রাজার ধন লুটতে এলাম এবার তোমার ঘরে!

(২)

পাথার গো, আমার পাথার !
এস এস, খুলেছি দুয়ার।
আমি যে বিরাট ক্ষুধা, তুমি ত অপার সুধা,
এস দোঁহে পাতাই সংসার।
নেশা হ'য়ে এস চক্ষে, তৃষা হয়ে এস বক্ষে,
এস হ'য়ে শোণিত শিরার,
এস মনে, এস প্রাণে, এস স্পর্শে, এস ঘ্রাণে,
এস এস, আনন্দ অপার !

পাথার গো, আমার পাথার !
আজ মোরে লহ উপহার।
হের, নিশি দ্বিপ্রহরা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
নিদ্রা নাই নয়নে আমার,
বক্ষে হিয়া গর গর, চক্ষে ধারা দর দর,
শুনিতেছি তোমার মল্লার !
তারা-বালিকারা ব্যোমে দোলাইছে শিশু-সোমে
টানি রশি কিরণ-দোলার।

পাথার

পাথার গো, আমার পাথার!
জীবনের জীবনী আমার!
তুমি জননীর স্তন, পিয়ে তোমা অনুক্ষণ
বাড়িয়াছে শৈশব সোণার,
তোমার অধর দিয়া প্রিয়া-প্রেম বাহিরিয়া
যৌবন জীয়াল বার বার,
আমি মরু আঁধিয়ারা, তুমি শ্রাবণের ধারা,
নাম' ঢল্, অঝোরে আবার।

পাথার গো, আমার পাথার!
জন্ম-উৎস তুমিই আমার।
এনু ক্ষেত্র-জন্ম ল'য়ে, তুমি এলে চাষী হ'য়ে,
মনে পড়ে ধু ধু স্মৃতি তার,
আর্দ্রি' মোরে শ্রম-জলে, কর্ষিয়া স্নেহের হলে
ফলাইতে ফসল সোণার,
আমি শব্দ, তুমি ছন্দ, আমি পুষ্প, তুমি গন্ধ,
আমি যন্ত্র, তুমি সে ঝঙ্কার।

পাথার

পাথার গো, আমার পাথার !
যোগাসন ভাঙ্গ' একবার।
মানব-ভাষায় মোরে ডাক' এসে নাম ধরে',
কেহ তাহা শুনিবে না আর,
হের, নিশীথের বুকে জগত ঘুমায় সুখে,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ এবে দ্বার,
কথা কই কাণে কাণে, মিশে যাই প্রাণে প্রাণে,
এস দোঁহে হই একাকার !

(৩)

দেবতার আশা নিয়া, দানবের ভাষা দিয়া
গড়িয়া উঠেছ তুমি, ওহে জলরাশি!
আধা তব স্বর্গ দেখে, আধা রসাতলে ঠেকে,
গোলাপের কুঞ্জে এ কি শিমূলের হাসি?
শিশুকণ্ঠসুধা নিয়া নারীমুখমধু দিয়া
কখন উঠিলে গড়ি শিহরি শিহরি,
আধা তব হাস্তে গড়া, আধা তব অশ্রুভরা,
রাঙ্গা মেয়ে ছোটে এ কি নীলাম্বরী পরি?
জ্যোৎস্নার চন্দন নিয়া, রক্তের আগুন দিয়া
গড়িয়া উঠেছ তুমি, ওহে পারাবার!
আধা তব রঙ্গে ভরা, আধা তব ব্যঙ্গে গড়া,
আলোর পরতে বুঝি ঘোরে অন্ধকার!
উষার ইঙ্গিত নিয়া, সন্ধ্যার সঙ্গীত দিয়া
ছন্দে তালে তালে তুমি উঠিয়াছ ভরি,
আধা তব সাধনার, আধা তব বাসনার,
উলঙ্গ বালক যেন নাচে তাজ পরি!

পাথার

কবির উচ্ছ্বাস নিয়া, ভক্তের বিশ্বাস দিয়া
ফুটিয়া উঠিলে যেন ত্রিদিব-বারতা!
আধা তব সত্যে রচা, আধা তব স্বপ্নে খচা,
দেবতা তোমাতে, কিম্বা তুমিই দেবতা!

(৪)

তুমি কি সে গোরার সাগর ?—
ভক্তির অটুট বন্যা, প্রেমাশ্রুর অনন্ত নির্ঝর !
তাই ত তোমার কালো আজ রূপে রূপে আলো,
চুরি করিয়াছ তুমি জগতের মণি !
সে চাঁদ করিয়া কোলে আপনি দেবতা ভোলে,
তাই তব অন্ধকার আলোকের খনি।

তুমি কি গো গোরার পাথার ?
সৈন্ধবী রোচনা ঢালা আঙ্গিনায় হতেছে শিঙ্গার !
বাজে জলে ঝাঁঝ, খোল, উঠে কীর্ত্তনের রোল,
কলসে কলসে ঢালে প্রেম না ফুরায়,
ডুবু-ডুবু, গর-গর, হিয়া রসে জর-জর,
রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠে তোমার কায়ায়।

তুমি কি সে গোরার সমাধি ?
গড়াইছ মহাকাল, হিম, ভীম, অনন্ত, অনাদি !
তরঙ্গে তরঙ্গে তব উঠিয়াছে বিশ্ব নব,
গড়ায়ে পড়েছে পুন তোমার গহ্বরে,

পাথার

কত গ্রহ, কত ব্যোম, কত রবি, কত সোম
জাগে, পুন ঘুম যায় তোমার জঠরে।

তুমি কি গো গোরার সে শ্যাম?
গোপিনীর হিয়া দিয়া গড়া ওই তনুয়া সুঠাম!
যশোদার স্নেহ নিয়া, শ্রীদামের মোহ দিয়া
শ্যামরূপ রচিল কে রসের সাগর!
কেঁদে ক্ষ্যাপা তব তলে ঝাঁপ দিল কুতূহলে—
কোথা গো চিকণকালা ত্রিভঙ্গ নাগর!

তুমি কি গো গোরার সে চিতা?—
ভারতের মহাগীতা, জগতের জীবন্ত কবিতা!
ভক্তে কোল দিলে বলে', জল, পাদোদক হ'লে,
বাণিজ্যের বর্ত্মে হল পার-সেতু পাত!
পাতালে বলীর ঘরে বন্দী যথা চিরতরে—
তোমার পুরীর দ্বারে বাঁধা জগন্নাথ।

(৫)

পুরী, তুই শুধু পুরী, না লীলার পুরী ?
ও ধূলার তীর্থ-ঘ্রাণে মুক্তি-রথ ভক্তি টানে,
কার নাভিমূল-ঝরা তুই রে কস্তুরী !
'সিদ্ধবকুলের' তলে আজও গোরা আঁখিজলে,
শূন্য মঠে শঙ্করের বাজে জয়তুরী।

পুরী, তুই নিসর্গের যেন স্বর্গপুরী !
দেব-পদরজবিন্দু, পা তোর ধোয়ায় সিন্ধু—
নেচে তুড়ি দেয়—নাচে ধরণী-ময়ূরী !
সবুজে কাঁচায়ে প্রাণ নীলে কর মুক্তিস্নান,
তাপসী সেজেছে যেন ষোড়শী মাধুরী !

পুরী, তুই কুহুভরা কুহকের পুরী !
আধা স্থূল ধূলে রচা, আধা তোর জ্যোৎস্না-খচা,
নারিকেল সূত্রে যেন শ্রীরথের ডুরি !
আধা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে', আধা পুষ্পকেতে চড়ে',
যেন ছিন্নপক্ষ পরী, অভিশপ্ত হুরী !

পাথার

পুরী, তুই শুধু পুরী, না পাথারপুরী?
তরঙ্গ গরজি আসে, সুভদ্রা লুকায় ত্রাসে—
দুই ভাই মাঝে সেই বহিন আদুরী,
বামে বীর্য্য—পীতাম্বর, ডানে কৃষি—হলধর,
ধরা-ভদ্রা কাঁদে,—গ্রাসে অসূয়া-অসুরী!

পুরী, তুই চিরস্থির বসন্তের পুরী!
রৌদ্রে নাই খর-জ্বালা, বাতাসে চন্দন ঢালা,
তোর চাঁদ ঠিক যেন মিছ্‌রীর ছুরী,
'তা' দেয় কে নভ-তলে, ফোটে তারা পলে পলে,
চাঁদমুখে ফোটে যথা হাসির বিজুরী!

পুরী, তুই ভারতের যেন মধুপুরী!
পড়ে তব তরু-পাতা, শুনি বৃন্দাবন-গাথা,
ডাকে হেথা ব্রজ-পিক, গোকুল-দাদুরী,
আসে ভেসে গয়া-কাশী, তীর্থভাব রাশি রাশি
ধু ধু চক্রবাল হ'তে উর্ম্মিচক্রে ঘুরি।

পুরী, তুই জগতের যেন রসপুরী!
আনন্দবাজারময় সুধার জোয়ার বয়,
যত ওড়ে, তত ভরে মায়ার অঙ্গুরী,

পাথার

মহাপ্রসাদের হাঁড়ী,   নানা জাতে কাড়াকাড়ি,
ভেদ-শীত ভাগায়েছে প্রেমের শীতুরী।

পুরী, তুই বুঝি পূর্ব্বগৌরবের পুরী!
তোমার মন্দির-গায়   কত পুঁথি পড়া যায়,
তোমাতে দাঁড়ায়ে আছে শিল্পীর চাতুরী,
সুর-স্বপ্ন ধরে' ধরে'   মানুষ রচিল তোরে,
তুই যেন অমরার বেমালুম চুরি!

---

(৬)

স্নানযাত্রা ! স্নানযাত্রা !—শুধু চারিপাশে
কল্লোলিত হিল্লোলিত নরমুণ্ডমালা,
সাগরতরঙ্গ বুঝি পুরী আজ গ্রাসে !
প্রাণে প্রাণে আনন্দের গোরোচনা ঢালা।
স্নান-বেদী আলো করি বসিয়া ঠাকুর,
গলিতাঙ্গ কুষ্ঠরোগী পড়ে' আছে পথে,
ভন্ ভন্ উড়ে মাছি,—যায় সবে দূর,
কে ও নারী, বেছে নিল তারে ভিড় হ'তে ?
একান্তে রোগীর জ্বালা জুড়ায়ে সেবায়,
ক্ষম সবে !—কহিল সে যুড়ি দুই হাত,
কাছে পাণ্ডা গর্জ্জে,—মাগো, স্নান যে ফুরায়,
নারী কহে,—এই মোর 'টুণ্ডা' জগন্নাথ !
গদ গদ যাত্রিণীর নেত্রে অশ্রু-বান,
দীনবন্ধু করিলেন তাহে প্রাতঃস্নান।

(৭)

কোন্ রথ টান হয়, শূন্যে ঠেকে চূড়া ?
সোজা রথ, উল্টো রথ, আছে পুষ্পরথ,
চারি চক্রে চারি যুগ গড়ে, হয় গুঁড়া,
এ রথের ডুরি ধরে ঘুরিছে জগৎ।
কভু পুষ্পকের মত নাড়ি বায়ুস্তর,
পুষ্পপাখা-ঘায়ে জ্বালি নিদ্রিত বিজলী,
চক্রে চক্রে মেঘ ভাঙ্গি, আলোড়ি ঈথর
এ রথ উড়িছে নিত্য অম্বর উজলি।
আবার গুটায়ে পাখা নামে রথবর
অপ্সরার লাজাঞ্জলি, পুষ্পবৃষ্টি হ'তে,
না মজিয়া গন্ধর্ব্বের স্তুতি-সুধাস্রোতে
আসে নরনারী তরে কাতর ঘর্ঘর !
টান, টান রথ, হের, সারথী পলায়,
আজ বুক পেতে দাও রথচক্র-পায় !

---

(৮)

এ রথ থামিবে ধরি.কোন্ পথরেখা,
কোন্ মহাসাগরের পরপারে শেষে ?
মানব হইবে ধন্য পেয়ে পদলেখা,
যাবে সেই চিহ্ন ধরে' আলোকের দেশে।
ভগ্ন-রথচক্র তার গ্রাসিয়াছে ধরা,
এ সাহসে বিশ্ব-যান এল সে টানিতে,
তার গতি হয় যদি বিশ্বের গতিতে!
দয়া করে' রথ, তারে তুলে লও ত্বরা।
স্থান পাবে ধরা-শিশু যবে এই রথে,
উদিবে সেদিন নভে নবীন তপন,
গ্রহেরা ক্ষণেক রবে স্থির ঘূর্ণিপথে,
করিবে কৃতার্থ বায়ু জয় উচ্চারণ।

রথলীলা সম্বরিয়া স্নেহে জগন্নাথ
হেরিবেন জগতের সেই সুপ্রভাত।

(৯)

পুরীর মন্দিরে পশি দেখিনু আরতি,
দাঁড়াইয়া গেছে যাত্রী কাতারে কাতারে,
মন্দিরে পশেছে বিশ্ব গলদশ্রুধারে
ইন্দ্রিয়-পাণ্ডব রথে দেখিতে সারথী।
এই চাঁদমুখ কবে করিল বিকল
পাদপদ্মলোভী সেই নদের বাতুলে,
ধন্য হয়ে গেল তীর্থ ভক্তপদধূলে,
প্রেমাশ্রু ভাসায়ে নিল সমস্ত উৎকল!
এই চাঁদমুখ তরে তুমি পারাবার,
রক্ষিতেছ পুরদ্বার সাজিয়া প্রহরী,
দরশন লাগি চাও ভাঙ্গিতে দুয়ার,
না পারি লুটায়ে কাঁদ' দিবা-বিভাবরী!

দেখিতেছি গদগদ, পশিতেছে চুপে
শ্রীক্ষেত্র মন্দির মূর্ত্তি এক বিশ্বরূপে।

(১০)

মোর চারি বৎসরের দুধের বালক
তিলেক না রহে স্থির, সেও আছে চুপ,
ঘামে নেয়ে আছে চেয়ে স্থির অপলক,
শিশুচক্ষে ভাতিছে কি আজ বিশ্বরূপ?
পঞ্চদীপ ঘুরাইছে পূজারী তখন,
'জয় জগবন্ধু' রব উঠে ঘুরে-ফিরে,
শ্রীমন্দির দেখাইছে—যেন আঁখিনীরে
কোটিভক্ত-হিয়া-গড়া তীর্থের স্বপন!
বাহিরে আসিছে ছেয়ে সন্ধ্যার নিশুতি,
সিন্ধুস্নাত আর্দ্র বায়ু ফিরে ধীর পায়,
মন্দির মাথায় দেবে গোধূলি-বিভূতি,
প্রণাম করিল খোকা সহসা কাহায়!

এই প্রণামের লাগি তুলি দুই হাত
অপেক্ষিয়া ছিলা বুঝি আজি জগন্নাথ!

(১১)

দেখিনু সাগর-মঠে অদ্ভুত সন্ন্যাসী,
নাই গুরুগিরি, নহে চেলার ভিখারী,
ছাই মাথা দেহে কিন্তু অন্তরে বিলাসী—
নহে সে গৈরিকাবৃত সাধু ভেকধারী!
প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলা আসি সিন্ধুতীরে
ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া করেন আরতি,
হাসে লবণাম্বুরাশি, ভাসে আঁখি নীরে,
কি যেন কহেন তারে, গদ্গদ ভারতী!
একদিন সুধালেম,—'এ পূজা কেমন?
দেব নাই, দেবী নাই, নাই দেবালয়,
অথচ আরতি!—এ কি পিশাচ-সাধন?
উত্তরিল উদাসীন,—প্রকৃতি নিলয়

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়! অসীমে ডুবিয়া
পাই যে সে অনন্তেরে অন্তর ভরিয়া।

(১২)

সখী সঙ্গে সিন্ধু স্নানে নারী এক আসে,
রবি ঘুমভাঙ্গা চোখে দেখে সেই স্নান,
বায়ু তারে পরশিয়া ভিজায় পরাণ,
রোমাঞ্চিত সিন্ধু থাকে চেয়ে তারি আশে।
ভক্তিভরে ঢেউ নিয়ে যায় গৃহপানে,
অনাথ-আতুর পথে মা বলে' দাঁড়ায়,
পূর্ণ-থলি নিমেষেই শূন্য হ'য়ে যায়,
নিত্য তার কাণ্ড দেখি ছল ছল প্রাণে।
বরনারী সিন্ধু নেয়ে ধীরে ঘরে ফিরে,
পদতলে তপ্ত বালু জুড়াইয়া যায়,
একদিন সখী কহে,—নারায়ণ-পায়
আজ দাও পূজা, ওগো চল না মন্দিরে!

নারী কহে,—চিত্ত ছেড়ে বৃথা তীর্থ খুঁজা,
নরে পূজা দিলে পান নারায়ণ পূজা।

(১৩)

খোকা কোথা ? খোকা কোথা ?—বলি' রোষভরে
প্রিয়া মোর খাতা ধরে' মারিলেন টান,
কহিলেন,—এ জগতে আছ, না অজ্ঞান?
আজই খাতাখানি নিয়ে ফেলিব সাগরে !
রাতদিন এক ভাব, সর্ব্বনেশে ঝোঁক,
ছেলে যাক্, মেয়ে যাক্, মরুক্ বনিতা,
বেঁচে থাক্ নূনে পোড়া সৈন্ধবী কবিতা !
শুনে' ছুটিলাম যেন ভারী রোখা লোক,
দেখিলাম, খোকা বসি সাগর-সৈকতে,
যেই নামে, ঢেউ তোলে তাড়া দিয়া পারে,
মোরে দেখি অপ্রস্তুত, ভরা জেভ হ'তে
কুড়ানো-রতন—বালু দিল সে আমারে !

উপরে হাসিতেছিল নিথর আকাশ,
নিম্নে ফেনাইতেছিল সিন্ধুর উচ্ছ্বাস ।

(১৪)

দেখি আমি সূর্য্য সনে এসে বেলাভূমে
সিন্ধু, তুমি আধ ঘুমে পড়' ঝুমে' ঝুমে',
কিরণবালকগুলি করতালি দিয়া
তরঙ্গদুলালগণে তোলে জাগাইয়া,
লেগে যায় মাতামাতি, কৌতুক-কল্লোল,
কলহাসি জলময়, আনন্দ-হিল্লোল।
রবি যবে উঠে আসে মাথার উপর,
আগুন উড়ায় বায়ু খুঁড়ি' বালুস্তর,
আমিও নিঃশ্বাস ফেলি' ঘরে ফিরে যাই,
চলিতে চলিতে পিছে ফিরে ফিরে চাই!
বার বার ঘড়ি খুলি চাই বেলা পানে,
বার বার দীর্ঘশ্বাস পড়ে তব গানে।
আদি-সৃষ্টিকাল হ'তে অনন্তবিহারী,
ইষ্টক-খাঁচায় আমি কোন্ ধার ধারি?
আইঢাই প্রাণ, বেলা কতক্ষণে পড়ে,
আমার মাথায় যেন কি টনক নড়ে!

পাথার

বসি গিয়া চুপিচাপি, আর্দ্র উপকূলে
চেতনারে ভাসাইয়া বেদনারে ভুলে'।
ঢেউ-খেলা সিঁড়ী বেয়ে বেলা থেমে থেমে
পাতালের শেষ ধাপে যায় শেষে নেমে,
তারার প্রকাণ্ড ঝাঁক কাল পেয়ে উঠে,
সুখ-স্মৃতি সম শুধু ফুটে, নাহি টুটে,
আসে চাঁদ—অমরার রজতের থালি!
'অন্ন দাও!' 'অন্ন দাও!'—কাঁদে যেন খালি!
সিন্ধুনন্দিনীর চোখ করে ছল্ ছল্,
রূপা হয় সোণা লেগে চরণকমল!
অমনি হাসিয়া উঠে পাথার-সংসার,
আমি দেখে' ঘরে যাই চোখে অশ্রুধার।
আধ ঘুমে শিহরিয়া শুনি সিন্ধুরব,
আধ স্বপ্নজাগরণে রচি সিন্ধুস্তব।
এই মত সারাবেলা রহি' তব তীরে
মন এলাইয়া দিই তোমার গভীরে।
দেখি নিত্য কূলে এক উলঙ্গ বালক,
কাদামাখা কৃষ্ণকায় করে চক্ চক্,

পাথার

তোমার স্বজন বুঝি এই নীলমণি,
নিছনি লইয়া মরি, কার এ বাছনি !
কুড়ায় আপন মনে ঝিনুক শামুক,
বেচে তাহা, ফাউ দেয় মিঠে হাসিটুক্ !
একদিন নিয়ে তার একটি ঝিনুক
দিনু দুটি মুদ্রা। এ কি, হ'ল অতটুক্
কেন শিশুমুখশশী ? হাসি-পাখীটিরে
আমি ব্যাধ, বিঁধিলাম শব্দভেদী তীরে !
টাকা দুটো ছুড়ে' ফেলে' সহসা বালক
পলাইল, যেন ভীত কুরঙ্গশাবক !
তদবধি আসে নি সে আর মোর কাছে,
স্মৃতি আজও অশ্রু হয়ে ফেরে তার পাছে !

(১৫)

সিন্ধুতীরে নারী একটি আলুথালু বেশে,
চোখের ধারায় তপ্ত বালি নিত্য ভিজায় এসে।
এক সাঁঝে তার বুকের পাঁজর খস্‌লো অতল মাঝে,
তীরে কপাল কুটে' তারে ভিখ্‌ মাগে রোজ সাঁঝে,
বিলাপ-ধ্বনি পাথারের বুক ব্যথার ভারে নাচায়—
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়!

হাহা শুনে' হঠাৎ যেন দমে হাওয়ার বেগ,
সাগরস্নানে নাম্‌তে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় মেঘ,
গাঙ্‌চীলের ঝাঁক সে খেদ শুনে' নীরবে দেয় সাড়া,
পালক ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে থেমে কাণটা করে খাড়া,
ফুলে' ফুলে' কাঁদে সাগর শুনে' হায়-হায়—
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়!

কাছে গিয়ে বল্‌লাম,—ওগো, কাঁদ কিসের লাগি?
ক্ষণেক অবাক্ উন্মাদিনী, বল্‌লে শেষে জাগি',—
ওই কালোতে লুকিয়ে আছে আমার কালমাণিক,
পয়সাওয়ালা ডাকু তোমরা, আমরা দুখী জালিক!

মানুষের দরদ জানি, বাপু, সর', পড়ি পায়।
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়!

সোণা কত খেল্ দেখা'ত সাঁতার দিতে দিতে,
ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাজি আস্‌ত জিতে।
বেদের কাছে থাকে যেমন দন্তভাঙ্গা সাপ,
নরম হ'য়ে সইত সিন্ধু যাদুর বীরদাপ,
মানুষ শুধু খুনী খল, মুখোস্ পরে' বেড়ায়।
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়!

'পম্‌ফ্রেট্'-খোর একটী বাবু ঘুর্‌তো সখের নেশায়,
'আনী'র লোভ দেখিয়ে জলে লেলিয়ে দিল বাছায়,
যতই দূরে যাচ্ছে যাদু, ততই বলে—আরও!
বাবুর মাথায় খুন চড়েছে, জেদ বেড়েছে তারও!
মানুষ বিছার অধম জাত, জ্ঞাতির কল্‌জে খায়।
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়!

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে, ফির্‌ছি শুন্‌তে শুন্‌তে হাহা,
ভাব্‌ছি, মায়ের বুকের চিতা কোথায় নিভ্‌বে আহা,

পাথার

কোন্ অস্তশিখরতটে ঠেক্‌বে শোকের ঢেউ,
না, তারও পর চল্‌বে তাহা, জান্‌বে না তা কেউ ?
চাঁদের আলোয় কাতরধ্বনি ঘুর্‌তে লাগ্‌ল হাওয়ায়,—
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায় !

---

(১৬)

সাগর-বাদ্‌সা বসে নিত্য দিয়া বার
ঢেউয়ের পেথমধরা ময়ূর-মস্‌নদে,
আশ্‌মান দাঁড়ায়ে সাজি' আশ্‌মানী গরদে
ধরিছে জরির ছাতা মাথায় তাহার।
কখনও সে নীল সুর্ম্মা তাহারে পরায়,
আড়ানী ঢুলায় বায়ু জোরে বারমাস,
মেঘেরা আতরদান গুলাবের 'পাশ'
ছিটায়ে ছিটায়ে তারে গোসল করায়।
সিরাজী পিয়ায় তারে চাঁদনী-বেগম,
বোমসেতারার বাজী তারারা দেখায়,
কলিজার লহু ডারি রোষের ফেনায়
জলহাতী দেখাইছে লড়াই হর্‌দম্।

কুম্ভীর-হাঙ্গর-তিমি—আমীর-ওম্‌রা সাজে,
নিত্য ভোজ, খোস্‌রোজ রংমহাল মাঝে।

(১৭)

ভর দুনিয়ার চোখে ফের ধূলি ডারি'
ভাগিয়া পড়েছি ছেড়ে বদ্‌হাওয়ার বস্তি,
সয়তানের ভালবাসা—দুনিয়ার দোস্তি,
বেমালুম মোলায়েম, ভেতরে কাটারী!
বেজায় মেহেরবানী নসিব-মিয়ার—
ছুঁলে, কালো হ'য়ে যায় আদত জড়োয়া,
সোণা হয় কাণাকড়ি,—সাবাস্ ব্যাপার!
যে ফতুর, সে ফতুর! কিসের পরোয়া?
কলিজার কোহিনুর লুটে কলিজায়,
বেইমান্, চোখ ঠেরে বিবেকেরে ঘুষ!
সিন্ধুগন্ধ শুঁকে' তবু হতেছে না হুঁস?
ধূলা ঝেড়ে দে ভাসান, ঢেউ বয়ে যায়!

দিল্ খোস্‌বোঁর মত চলেছে উড়িয়া,
আশ্‌মান পেয়েছে আজ দিলালী চিড়িয়া।

(১৮)

তোর নোনাপানি, মোর গুলাব সরবত,
ঢেউ নিই—খাই যেন আঙ্গুর বেদানা,
তোর কড়ি, কলিজার হীরা-জহরত,
আয় ঢেউ, নেচে নেচে আয় রে দেওয়ানা !
ঠেলা খেয়ে নতজানু, স্মরি যে নামাজ,
জলগন্ধে, দিলে ঢোকে খোসবোঁ বেলার,
সোঁ সোঁ গানে, বাজে কাণে সেতার এস্‌রাজ,
গড়িয়ে গড়িয়ে আয় লোটন আমার !
তোর ফেনা, উট-দুধে গরম হালুয়া,
তোর বায়ু, যেন মোর আয়ু জীবনের,
তোর নীল, মিঠা পানে চুয়ামাখা গুয়া,
তোর ঘুম, লাল চুমা রাঙ্গা অধরের !

মেঘভাঙ্গা রাঙ্গা করে ছানিয়া মরম,
আয় শিখী, ঝুটি তুলে' ধরিয়া পেখম !

(১৯)

তোরে দেখি' এলাহিরে হতেছে ইয়াদ্,
যতই নাচিছে দিল্ তরঙ্গ-তুফানে,
তত যেন বাড়িতেছে জিন্দেগী-মেয়াদ,
পানি, তোর ঢেউ চড়ে' উঠেছি আস্মানে
তুই কাশী, তুই মক্কা, সে জেরুজেলম,
তুমিই নামাজ পূজা উপাসনা সার,
কোরাণ-বাইবেল-বেদ তিনের মরম,
জুদা-জেদ্ তোর জলে গলি একাকার।
ও ঈশাই, আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান!—
রুথ্ শুথ্ দস্তুরের কাওয়াজ আওয়াজ,
সাফ্ দিল্ আজ ভেঙ্গে গড়েছে সমাজ,
কলিজা ভরিয়া ডাক—এলাহি রমজান!

দুনিয়া বেহেস্ত এই নয়া খোস্রোজে,
বিশ্ব বসে' গেছে আজ এক পংক্তিভোজে।

(২০)

শিশুহাস্য-চুম্বকের ঘোচে আকর্ষণ,
নারীরূপ-কাটারীর ধার হয় ক্ষয়,
নিয়ত সৌভাগ্য ভোগে বুড়া হয় মন,
অবিশ্রান্ত আলো দেখে' চোখে পীড়া হয়!
ময়রা সন্দেশে ডুবে' মিষ্টি দেখে' ডরে,
মালী নিত্য কত ফুল দেয় জলাঞ্জলি,
পুরোহিত ফোঁটা কাটি, পরি নামাবলি
নিত্য চণ্ডী পড়ে বটে, প্রাণে নাহি ধরে।
একটানা একঘেয়ে, সিন্ধু, তব রূপে
কি মোহিনী আছে বন্ধু, কিছু নাহি বুঝি,
কে মায়াবী জাগে ওই আঁধারের স্তূপে,
অটুট অক্ষয় রাখে সৌন্দর্য্যের পুঁজি।

নয়ন মুদিলে, দেহে লক্ষ আঁখি ফোটে,
শ্রবণ ঢাকিলে, প্রাণ গান হ'য়ে ওঠে!

(২১)

তুমি মোর কামধেনু, বাঞ্ছাকল্পতরু !
যখনই দোহন করি, মাতৃস্তন পাই,
নির্ম্মাল্য হইয়া ঝর', নীচে যবে যাই,
জুড়াইয়া যায় এই জ্বালাভরা মরু !
স্কন্ধে চেপে আছ যেন আনন্দের ভূত !
ছট্‌ফট্‌ করি আমি কি যেন তাড়নে,
হৃদ্‌পিণ্ড উপাড়ি না রচি যতক্ষণে,
উত্তপ্ত শোণিত দিয়া সঙ্গীত অদ্ভুত !
রাতদিন ঘুরাইছ আকাশ পাতাল !
ফুরাতে, ভরিছ ঝাঁপি রতনে রতনে,
কোথা হ'তে আসে ভাব ভাষা অযতনে
বুঝিতে না পারি আমি বিভোল বেতাল !

কখন তোমার এক তরঙ্গ-তুফানে
ফেটে জ্বলে' যাব আমি বুঝি দীপ্ত গানে !

(২২)

মনে হয়, সিন্ধু, তুমি নীলের লেখন!
নিশা দিল চন্দ্রবিন্দু, তীর দিল দাঁড়ি,
ভানু দিল বর্ণমালা, বিসর্গ পবন,
বন দিল মকরন্দ মরম উপাড়ি।
নভ দিল তারাহারে শ্লোকের গাঁথুনী,
গিরি হীরকের কাজ ছত্রে ছত্রে করি'
দিল ঝরণায় ঢালি আনন্দ-লহরী,
মরু হাহা রস, মেঘ ছন্দের মাতুনী।
চক্রবাক্ যোড়া দিল চঞ্চু-চুমা-ধ্বনি,
যোগী দিল তপ আর কবি দিল গান,
রোগীপাশে জাগরিতা সেবাসুধা-খনি,
শিশু ঢেলে দিল তার উলঙ্গ পরাণ।

জড় ও জীবের রক্তে তব গীতি লেখা,
কাল-তালপত্রে তুমি প্রাণ-স্মৃতিরেখা।

(২৩)

ফেনার মলাট, সিন্ধু, ও সুধা-প্রহরী,
যতনে ঢাকিছে তব মসী-মুক্তা সব,
তোমারে পড়িতে গিয়া গেছে ভয়ে সরি
কত জাতি, কত দেশ, বিবর্ত্ত, বিপ্লব।
অধ্যায়ে অধ্যায়ে খোলে অজস্র ভুবন,
শব্দে শব্দে কত কাব্য, সঙ্গীত অক্ষরে,
উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ দেখি' কাল-শিশু ডরে,
কালি মাখাইতে এসে করে পলায়ন।
অনুপ্রাস উৎপ্রেক্ষায় অর্থে অলঙ্কারে
গড়াইছে সপ্তস্বর্গ সপ্তসুরে বাঁধা,
দুই পংক্তি মাঝে কত বাণী আধা আধা,
কি বলাই, উলটিতে পাতা আরও বাড়ে!

জ্ঞানের ধর্ম্মের কত উত্থান পতন,
এই গ্রন্থে লিখে গেছে আত্ম-নিবেদন।

(২৪)

কখন রবি ব'স্‌ল পাটে,
নাই কেউ আর শূন্য ঘাটে,
ব'সে আছি একা,
দেখ্‌ছি চেয়ে অবাক্ হ'য়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছ ব'য়ে,
আঁক্‌ছি জলে রেখা।
তোমার গভীর বিদার করে'
তরঙ্গ সব যেমন জোরে
উঠে, আবার লুটে,
তেমনি প্রাণে কত কথা,
কত কালের হরষ-ব্যথা
ফুটে আর টুটে।
তুমি যেমন উঠ্‌ছ পড়ে',
ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠ্‌ছ গড়ে,'
কে পারে তা আর ?

পাথার

কত রাজা, রাজ্য এল,
তোমার গর্ত্তে গড়িয়ে গেল,
কোথায় চিহ্ন তার!
কই বায়রণ, সুইনবরণ,
নবীন, দ্বিজেন কোথায় এখন,
লিখ্‌ল তোমার কথা!
নেমকহারাম, তোমার লাগি
গাঁথ্‌ছি মালা নিশি জাগি,
আমিও 'সাকিন তথা'!
থাক্‌ গে তত্ত্ব, জ্যোৎস্নায় ভরে'
অকূল উঠ্‌ছে আকুল করে',
—বাঁধি ভাষার ডোরে,
জলের মাঝে ওই যে আগুন,
আজ্‌কে তারে করি রে 'গুণ'
আঁখির অঝোর লোরে!
পিছে ফেলে' মুখর সহর
দাঁড়িয়ে গেছে ঝাউয়ের বহর,
দেখ্‌ছে জলে নাট,

পাথার

দেখ্‌ছে শ্রীমন্দিরের চূড়া
এই গড়ে, এই হয় গুঁড়া
তোমার যত ঠাট্‌!
বাতাস এসে মার্‌ছে ঠেলা,
তীরে নীরে কর্‌ছে খেলা,
কাঁপ্‌ছে বালির বাঁধ,
কিরণ-কিরীট জ্বলে মাথে,
ঢেউগুলি সব রঙ্গে মাতে,
হাস্‌ছে ভাস্‌ছে চাঁদ।
শোন্‌ রে, হাহার ফাঁকে ফাঁকে
ওপার এপারেরে ডাকে,
মিলন-সেতু পাথার!
জলের আগুন সুধামাথা,
আয় পতঙ্গ পুড়িয়ে পাথা,
ওড়া নয়, আজ সাঁতার!

(২৫)

কেন সিন্ধু ডাক' বার বার ?
কূল রাখা হ'ল মোর ভার !
বড়ই মধুর হ'য়ে আজ যাইতেছ ব'য়ে,
দেখে' আঁখি ঝরে গো আমার,
হেরি তটে দাঁড়াইয়া, গাঙ্‌চিল উড়াইয়া
জেলেডিঙ্গী যায় চিরে' ধার,
এর মাঝে হাসি হাসি বাড়ায়ে বাহুর ফাঁসি
কেন মোরে চাও বার বার !
অকূল আমারে ডাকে, কূল মোরে ধরে' রাখে,
কার ডাক মানি পারাবার ?
আকাশ যেমন আছে তীর ও নীরের কাছে,
একা রাখে মন দু'জনার,
আমি তা কি পারি, সিন্ধু, আমি সৃজনের বিন্দু,
শোষে মোরে কালের ফুৎকার !
তুমি এলে ভাগি ডরি', দেখে' তুমি যাও সরি',
অভিমানে কর হাহাকার,

আবার দ্বিগুণ বেগে দেখাও যে ভয় রেগে,
কাঁপি আমি শুনিয়া হুঙ্কার।
কখনো আছাড়ি কাঁদ', চরণে ধরিয়া সাধ',
দেখে' বুক বিদরে আমার!
কেন তটে খোঁড়' মাথা, ঘুরায়ে তরঙ্গ-জাঁতা
পিষিতেছ মর্ম্ম আপনার?
বুকে এ কিসের জ্বালা, কি লাগিয়া অঙ্গ কালা,
শান্তি নাই এক লহমার!
মথনের সে গরল আজও তোর অন্তস্থল
করিছে কি দগ্ধ অনিবার?
পোড়া-রোদে খেয়ে বালি আমিও হতেছি কালি,
বুকে মোর চাপিছে পাহাড়!
ঝাঁপিয়া গরলে তোর জুড়াবে কি জ্বালা মোর,
না, শুধুই হব ছার্‌খার্‌?
তোমার পিরীতি জানি, যাদু করি' লও টানি'
কত মুগ্ধে অঠাঁই মাঝার,
জল পিয়াইয়া তারে ঠাণ্ডা কর একেবারে,
ফিরে দাও খোলটি এপার!

পাথার

অমন কাতরে গেয়ে, অমন আবেগে ধেয়ে
তবে বঁধু, ভুলায়ো না আর !
যদি না শুনিবে মানা, কর কালা, কর কাণা,
ডুবে যাক্ মোর পারাপার,
তখন পাগলপ্রায়, ঝাঁপায়ে পড়িব পায়,
জুড়াইব শীতলে তোমার !

(২৬)

চম্ চম্ ছম্ ছম্ শিরায় যেন তপ্ত শোণিত,
সর্ব্ব শেষের থির বায়ুথর বইছে একটা আলোর তাড়িত !
সারা ভুবন স্বপন হ'য়ে ঘুমের দেশে যাচ্ছে উড়ে',
এমন সময় হাহা উঠ্‌ল হঠাৎ কখন পাতাল ফুঁড়ে' !
সাগর-বক্ষ ফেটে বেরয় হৃৎপিণ্ড তার ওই রে ওই !
ও কি হাসির শিশু, মা ওর জগৎ-মা আনন্দময়ী ?
এস আলো, মরি মরি, আমি এ কি দেখ্‌ছি মূর্ত্তি !
না, এ প্রাণের ব্যাকুল নৃত্য, তর্ তর্ তর্ তরল ফূর্ত্তি ?

সারাদিন পর ও কে আবার যাচ্ছে কোথা, লাজে রাঙ্গা ?
চল্‌তে চল্‌তে পড়্‌ছে টলে', যেন আজ তার কল্‌জে ভাঙ্গা !
গড়িয়ে গড়িয়ে নীলের ঢেউ গুটাচ্ছে সেই কিরণ-জাল,
জড়িয়ে জড়িয়ে পাতে পাতে হারিয়ে যাচ্ছে লালে-লাল !
আঁধার তখন নাড়্‌ছে ঝাড়্‌ছে নীরবে তার অলস পাখা,
কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গড়িয়ে প'ল ভাঙ্গা রাঙ্গা আলোর চাকা !

---

(২৭)

শীতল পাটির মত আজ্‌কে শুয়ে আছ সাগর,
উর্দ্ধে যেমন নিথর ঈথরস্তর!
তটে মাথা ঠুকে' ঠুকে' গড়াও না আর ধুকে' ধুকে'
ঢেউ সব লেগে বুকে বুকে ঘুমে সকাতর,
সে সব চপল চাঁদের কোণা নিথর যেন তরল সোণা,
হচ্ছে না আজ তুলো-ধোনা মাতামাতি খেলায়!
জ্যোৎস্নার মায়া সুড়ঙ্গ্‌ দিয়ে যাদুর হাত গায় বুলিয়ে
ওদের যেন করছে পার ঘুম-বুড়ী তার ভেলায়।
হাওয়া আজ্‌কে গেছে থেমে, আকাশ যেন গেছে নেমে,
আস্‌ছে পুড়ে' রবিতাপে করতে সাগরস্নান,
ঈথর-পুরীর ফটিক-হ্রদ ফুটায় শশি-কোকনদ,
তোমার মথন-করা নিধি তোমায় করবে দান!
এই যে হাত-পা ছেড়ে চুপ, এটা তোমার ছদ্মরূপ,
লুকিয়ে হাঁ-নথ দেখ্‌ছো শিকার কেবলি আড়-চোখে,
কখন কেশর উঠ্‌বে ফুলে' ছুটবে তীরে থাবা খুলে',
সিংহশিশু ছোবল্‌ শিখে মা'র দিক্‌ আগে রোখে!

পাথার

তিলকের লেপ ঘায়ের ওপর— এ বৈরাগী ছুনিয়া ভর,
বুজ্‌রুগীরই জায়গা এটা, ধরা প'লেই চোর!
হচ্ছে ঢালাই মানব-ছাঁচে কত দানব, কে তা বাছে?
মুখোস্ টান্‌লে, অতি সাধুও করেন রাগে সোর।
পলে প্রলয় জান, করাল, কর না—সে ধরার কপাল,
ওগো মাকাল, জানি, সে নয় তোমার প্রেমের ফল,
দিনটি পেলেই হবে তেড়া, ভেঙ্গে ফেল্‌বে বালির বেড়া
ঢুকিয়ে সৃষ্টি উদর-গর্ত্তে হাস্‌বে ভাস্‌বে, জল!
তবু আজ্‌কে দেখে' ও রূপ— যোগে মগন বারির স্তূপ,
মনে হচ্চে, জলস্তম্ভে সে অনন্ত-শয়ন!
এরই যেন কোন্ গভীরে শ্রী-অঙ্গটি ঢেলে নীরে
আছেন গভীর সমাধিতে লুপ্ত নারায়ণ।
ফেনার ফণা ছত্র ধরে' রয়েছে তাঁর শিরোপরে,
লক্ষ্মী পদসেবায় রত, বিশ্ব কর্‌ছে স্তব,
ঢেউ কর্‌ছে জয়োচ্চারণ, উঠ্‌ছে তাতে স্বস্তিবচন—
এই ত শেষের শীতল শয়ন, জন্মে কি ভয়, মানব!

(২৮)

দরিয়া, ও পাঁচপীর যাহার গোলাম,
কোথা সে দর্‌বেশ জপে তপ্‌সী বসিয়া,
উঠে তাতে দুনিয়ার তরক্কি রসিয়া,
সেথা কি পৌঁছাতে পারো আমার সেলাম ?
আমি এক নেশাখোর, হারিয়া জুয়ায়,
রুখ্‌ চুল, আঁখ লাল, রাতভর জেগে,
তাড়া খেয়ে আড্ডা থেকে আসিয়াছি ভেগে,
ডুব দিতে পেলে মোর কলিজা জুড়ায় !
ঝুপ্‌ ঝপ্‌ সেই ডুব, ডুবারী, শেখা রে,
যায় যাহে নীল সুর্ম্মা—আঁখির দেয়াল,
চাঁদির চাকায় ঘোরা দাগার খেয়াল,
দ্বীপ সম মাথা তুলে' দাঁড়াব পাথারে !
ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ সেই ডুবে বাজী হবে শেষ,
খেলিব আখের জুয়া, জুয়ারী দর্‌বেশ !

(২৯)

আমি ভিস্তী, ভরে' ভরে' চামের মশক
আনি তোরে, তাজা ঢেউ, ভিজে না ত বালি,
কেঁদে কেঁদে দুই হাতে ভাঙ্গি ছাতি থালি,
হাসে মাঝ-দরিয়ায় জলের কুহক!
তল হ'তে টগ্‌বগ্‌ উঠিছে ফোয়ারা,
সে পানি ছোঁয়ালে ঠোঁটে, জ্বলে মুখ, বুক,
খাঁ খাঁ করে হাহা ভরা জলের সাহারা,
হা নসীব, কাছে সুধা, দিলভরা ভুখ্‌।
বেহেস্ত, না জাহান্নাম, এই কালাপানি,
দুনিয়া ঘেরিয়া, এ কি দুষ্‌মনী, না দোয়া?
আজ্‌কে পাতাই দোস্তি দুই বেজাহানি,
নীল আর দিল্‌ যাক্‌ মহানীলে খোয়া!

অকূলে কলায় নীল আখের সফেদ্‌,
দিল্‌, তুই কূলে পড়ে' রহিবি কয়েদ্‌?

(৩০)

কালাপানি, দুনিয়ার তুই কি নসীব ?
তোর তলে ডুবে আছে ইরাণ-তুরাণ,
বাদ্‌শা, উজীর কত নাজির, নকীব,
কত হাজি, কত গাজি, গুণী ও নাদান্।
সাকী-আঁখি চুমি' চুমি' পেয়ালা ভরিয়া
টপ্পায় ওমারখাইয়ম্ নাচায় দরিয়া,
খেয়ালে আলাপে সাদী বসন্তবাহার,
ধ্রুপদে হাফেজ শোধে বেহেস্তের ধার।
ফেনায়ে ফেনায়ে উঠে কত রুবায়েত,
ভর দিল মসগুল্ আশ্‌মানে ঘোঁরে,
গুলেস্তাঁর এক একটি হীরার বয়েত—
ঢেউ' পরে ঢেউ উঠে' বৃথা ডাকে মোরে!
কলিজা-কাঁওলা!—দেখি দুনিয়া জরদ,
দরদী, জাগাও দিলে নীলের দরদ!

(৩১)

জুড়াতে আসিনু দেখে' শীতল সরাই !
'ইস্তক লাগাত' খুঁজে পাই না কোথায়,
ঘুরি মুসাফের ক'টি গোলোকধাঁধায়,
খোস্, না, এ আপ্‌শোষ ভাবিতে ডরাই !
আমরা নাদান্ ক'টি বনি আরও বোকা,
না দেখেও, না দেখায়ে নাই ত রেহাই,
কাণে তালা, আঁখে ছানি, দিল্‌ভরা ধোঁকা,
এ উহারে ঠেলি তবু, বলি—দেখ্ ভাই !
আ পানি পিয়ারী, ভাগি করে' তোরে তোবা,
এলাহি-হাওয়ায় ছাতি উঠে পুন ফুলে',
কলিজা দু'ফাঁক হ'য়ে উঠে দুলে' দুলে',
আঁখ চিরে' লহু চোষে দাগাবাজ শোভা !

চেপেছে খুনের নেশা, এ কি প্রেম-দায়,
ছাড় দেব-সয়তান, জান্ বাহিরায় !

---

(৩২)

এ কোথায় আসিলাম, প্রাণ কাণ খাড়া,
জড়াজড়ি গড়াগড়ি শোণিতে শিরায়,
ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি শরীরে আত্মায়,
লাফায় হাঁফায় বুক পেয়ে তীব্র সাড়া!
গেঁদ-খেলা চলেছে কি নীরে আর তীরে?
একজন মারে দাণ্ডা ফেনাইয়া কোপে,
অন্যে প্রাণপণে সেই ক্রীড়া-বজ্র লোফে,
হার-জিত নাই, বাজী লাগে ফিরে ফিরে!
একজন হাসি হাসি করে চাঁদমারি,
অন্যে হইয়াছে তার নিশানায় চাঁদ,
একের পরাণ ওষ্ঠে, ফূর্ত্তি কেড়ে তারি
অন্যে আটখানা হ'য়ে করিছে আহ্লাদ!

একজন সখ করে, অন্যে দেয় দাম,
দু'রঙ্গী দুনিয়া, তোরে হাজার সেলাম!

(৩৩)

শিখিয়া নিয়েছি আমি অনন্তে সাঁতার !
শেষ গিয়ে হারায়েছে যেথানে অশেষে,
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু মেরু হ'য়ে পার,
আজ আমি চলিয়াছি সেই দেশে ভেসে।
চেয়ে ঊর্দ্ধে চন্দ্র-তারা দেখিছে সাঁতার,
ভাসায়ে নিতেছে মোরে তরঙ্গ তুফান,
অনাদি সঙ্গীতধারা কাণ করে পান,
জাগিছে অনন্তলোক নয়নে আমার !
যেথা ধূ ধূ জলরাশি নীলাম্বরে চড়ে,
ঠিকরিয়া পড়ে আলো সামালিতে বেগ,
স্বচ্ছ চক্রবালে যেথা পিছলিছে মেঘ,
ধ্বনি স্তব্ধতায় ঠেকে' মূরছিয়া পড়ে,

সেথানে মিলিবে কূল, আছে কি রে আশা ?
না, কেবলই ভাসা স্রোতে, ভাসা আর ভাসা !

---

(৩৪)

আজিকার সিন্ধু যেন যুদ্ধশ্রান্ত শূর !
নও-রতনের দেশ যেন রে ফতুর !
পাষাণ-নগরী আজ রসানের পুর !
না, এ ঝঞ্ঝা-শেষে বায়ু বহে ঝুর্ ঝুর্ ?
এ কি আধ বাধ-বাধ, লাজুক নূপুর ?
জল কি রে মুড়ায়েছে চাঁচর চিকুর ?
দরাজ গলায় সুর বেদনা-বিধুর !
কেশরী কেশর ছাড়ি' বুঝি তন্দ্রাতুর !
যেন চূর্ চূর্ কারও আনন্দ প্রচুর !
জেলেডিঙ্গী চলে' গেছে আজ বহুদূর,
মনে হয়, তিমি-শিশু নাচায় নেজুড় !
ফেনা হ'তে হেনা-গন্ধ উঠে ভুর্ ভুর্,
ওড়ো মন, অলি হ'য়ে সাগর-মধুর !

(৩৫)

অনন্ত কুড়াতে এসে অনন্তের কূলে
আপনি ভাসিয়া গেছি তরঙ্গ-তুফানে,
ধীরে ধীরে ফুটে' উঠে পরাণের মূলে
অপরূপ রূপরাশি অজানিত ধ্যানে।
দেহ লুকাইছে লাজে আত্মার শরীরে
তোমার গহন মাঝে যে ওষধি জ্বলে,
মন পোড়ায়েছি আজ সে বাড়বানলে!
চেতনা গভীর হ'তে ডোবে সুগভীরে।
উথলিয়া উছলিয়া পড়িছে ভাঙ্গিয়া,
জীবনের লম্ফ-ঝম্ফ যত অহঙ্কার,
ছন্দে ছন্দে রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠিছে বাজিয়া
জীবন-মুরলী মাঝে মরণ-ঝঙ্কার!
হেঁটে হেঁটে, ঘেঁটে ঘেঁটে তপ্ত বালুচর,
অকস্মাৎ পাইনু কি অমিয়-সায়র?

---

(৩৬)

সাগর আজ তোর একি মূর্ত্তি বল্!
এত ফূর্ত্তি কেন রে মোর চপল?
দিচ্ছিস্ রংয়ে যোড়া-তালি, সফেদ, সবুজ, বেগ্নী, কালি,
সং সাজার এ কি বাতিক বল্!
সারাটা দিন বহুরূপী, রং বদলালি চুপি চুপি,
এখন দেখ্ছি—নীল অচপল,
নাই হাওয়াতে ঝড়ের বেগ, পিছ্লে পিছ্লে পড়ে মেঘ,
ফটিক-আকাশ হাসে থল্ থল্!
তবে কেন ধুকে' ধুকে' ফেনা ভেঙ্গে আসে রুখে'
ফণা-ধরা অজগরের দল?
ফোঁস-ফোঁসানির নাই সে বিষ, বন্দর দেখে' দেয় এ শিস্
ঢেউ-জাহাজ সব, খুসিতে তরল!
আস্ছে তোমার গভীর থেকে কাঁমানের রব ডেকে ডেকে,
গুলিয়ে দিচ্ছে প্রহর-দণ্ড-পল!
আজ বরুণের বারুদখানা, উড়িয়ে দিচ্চে কোন্ দেওয়ানা,
কোন্ আগুনে ধরে' উঠ্ল জল?

আজ কি চোরা পাহাড়-চূড়া ঢেউ-পাহাড়ে হচ্ছে গুঁড়া ?
দয়াল, তোমার ভয়াল-রূপ কি ছল ?
আবার যেম্‌নি লাগে তীরে ধুল্‌পড়াটি পড়ে শিরে,
ফণা ভেঙ্গে ঢলে' পড়ে জল!
উঠ্‌ছে ছুট্‌ছে হুহু করে' হাজার হাজার ফোয়ারা জোরে,
কিসের ঘটায় পাতাল টল্‌মল্‌ ?
আজ কি আবার এল ঘুরে' জন্মদিন তোর পাথার-পুরে ?
পুরাণ-নবীন, তাই কি কোলাহল ?
ওই যে রাঙ্গা মেয়ে যায়, পুতুল-ছেলে কোলে ঘুমায়,
বাজে পায়ে ঘুঙ্গুরগাঁথা-মল,
ডাকাত যেমন পড়্‌লি এসে, বুকের ধন তার কাড়্‌লি হেসে,
চুবিয়ে চুবিয়ে কোথায় কর্‌লি তল !
কেঁদে মেয়ে পালিয়ে যায়, মল সে খেদের গীতটী গায়,
শাদা প্রাণে ঢাল্‌লি কেন গরল ?
ভাঙ্‌ছিস্‌ শিশুর বালু-কুঠি, তবু তারা আসে ছুটি',
ঢেউগুলো তোর ছেলেধরার দল !
হাস্‌ছে,—ঠোঁটে ঝর্‌ছে মধু, দাঁড়িয়ে ও কে পল্লীবধূ,
ভাব্‌ছে, পা তার ভিজিয়ে কর্‌বি শীতল,

পাথার

ঢেউ আসে, যায়, চরণ ধরে, শুধুই একটু রঙ্গ করে,
ছোঁয় কি না ছোঁয় রূপের শতদল!
কখন হঠাৎ হো হো হেসে সারা গা তার ভিজিয়ে শেষে,
অবাক করে' পালিয়ে গেলি, খল!
ঝিল দেখিয়ে মিঠে মুঠায়, ভিজে চুল পায়ে লুটায়,
ভরা-সন্ধ্যায় কোথায় ও যায় বল্ ?
লড়াইর ঝোঁকে ক্ষুদে জেলে যাচ্ছে তোমার পাহাড় ঠেলে
কর্‌তে কর্‌তে তোমার ভঙ্গী নকল,
তোমার আদুল কালো গায় মিশিয়ে নগ্ন কৃষ্ণ কায়
কোথায় ভেসে চল্‌ল ও পাগল!
ফির্‌বে না কি ও আর কূলে, ভেসে যাবে ঠায় অকূলে,
তুমি যেমন ভাস্‌ছ অবিরল ?

---

(৩৭)

জোয়ার ভাঁটায় রাগ-রঙ্গ যার সমান,
নাইক যাহার উজান-ভাঁটির টান,
তারও প্রাণে চন্দ্রোদয়, কলহাস্য জলময়,
আকাশ-ধাওয়া জলতরঙ্গের তান ?
দুধ-মথন সে গোকুলে, সুধা-মথন এ অকূলে,
ঘুর্‌ছে চাকা রাত্রি-দিনমান,
মেঘে যেন আলোর ঝলক, উঠ্‌ছে তেম্‌নি ফেনার বলক,
নীলমণি ওই কাঁদে—ননী আন্‌!
কোন্‌ যশোদা তোমার ঘরে ফেটে পড়ে স্নেহের ভরে,
বলে,—কেলে-সোণা, তোরে প্রণাম!
সারা বিশ্ব হ'ল উজাড়, আপনারে কর্‌লেম সাবাড়,
ঘুচ্‌লো না তোর ননী-চোরা নাম।
এনে পুন ক্ষীর-ননী বলে, খা রে, নীলমণি,
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরে দুনয়ন,
বাদ্‌লা-আকাশ আঁধার-ছাওয়া দেখে', মাতে মাত্‌লা হাওয়া
ভেঙ্গে দেয় তোর সাধের বৃন্দাবন!

পাথার

ঢাকের বাদ্য বাজে জোরে, ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ চড়ক ঘোরে,
'হর হর বল্' উঠে অনুক্ষণ,
আছ্ড়ে' আছ্ড়ে' রুক্ষ জটা খাট্‌না খাটে পাগলা ক'টা,
জল যেন চড়কপূজার গাঁজন,
হঠাৎ এসে আরেক ঠেলা ভেঙ্গে দিল চড়ক-মেলা,
আবার ঢেউ নেতিয়ে পড়্‌ল কখন!
পড়ে' দীর্ঘ বালির স্তূপ অসাড় হ'য়ে দেখ্‌ছে রূপ,
উঠ্‌লাম দেখে যেন একটা স্বপন!

(৩৮)

সাগর, ঢাকিলে কোথা কমলে কামিনী ?—
দুই ধারে দুই করী হেম ঘট শুণ্ডে ধরি'
ঢালে শিরে বারিরাশি দিবস-যামিনী !
কে রাহু গ্রাসিল চাঁদে, কত না শ্রীমন্ত কাঁদে,
যুগ যুগ ভেসে গেল, গন্দিল না জল,
শোভি নীল লীলাগার ফুটিল না কভু আর
জগত-মন্থন-করা লক্ষ্মীর কমল,
পাথর-পাথার কেটে উঠিল না পদ্ম ফেটে
দেবীর আসন আর সোণার প্রতিমা,
সপ্তডিঙ্গা মধুকর, বুকে তার কি পাথর,
তুলিতে নারিল তারে কালের মহিমা !
তবু তুমি, ওগো জল, সাধনার নীলোৎপল,
কার পদ-মকরন্দ করিয়াছ চুরি ?
কত সৃষ্টি, মন্বন্তর তোমাতে বাঁধিল ঘর,
বুক বিদারিয়া দিল তোমারে মাধুরী !
তরঙ্গে তরঙ্গ চড়ে, যাদু ভেঙ্গে স্বপ্ন গড়ে,
অতলে লুকায়ে কার মায়া-রসায়ন !

পাথার

পাথারে চলেছে ভাসি বিচিত্র চিত্রের রাশি,
চিত্ত-চিত্রশালা তরে করেছি চয়ন!
শুনি, সে খুল্লনা কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
সলিল রেখেছে এঁকে সেই কণ্ঠ-ছবি!
কোটাল মশানে হাঁকে, ওই যে শ্রীমন্ত ডাকে,
অতীতের কাব্য আজ শুনিতেছে কবি!
গায়ে লাগে বার বার পদ্মহস্ত অভয়ার,
স্বেদবারি ঝরে অঙ্গে, রোমাঞ্চিত কায়,
ভক্ত-কোলে দয়াময়ী— ধর ধর, ডোবে ওই,
কমলে কামিনী ও যে সলিলে লুকায়!

---

(৩৯)

তুই কি দাওদ্ মোর মালেকের হাতে ?
তোর মাঝে পাই আমি পারের নিশানা,
না পাই খুঁজিয়া যত আরাম-আস্তানা,
তত ছুটি জান্‌মারা তরঙ্গের সাথে !
গুম্ গুম্ শুনি ডাক জলে পাতি কাণ,
ছোড়ে জেহাদের তোপ আখেরের আগ্,
রোজার পিয়াসে ছাতি ফাটায়ে আশ্‌মান
ইমানের মত জ্বালে খোদার চেরাগ্ !
আজ আসিয়াছি ভুলে' ধান্ধা ও ফিকির,
দেখে' শিখিতেছি ওই লড়াই-কায়দা,
আয়েব, ফেরেব্-ফন্দি—ধূলার নক্সীর
ডুবে গেছে ভালা-বুরা লোকসান-ফায়দা !

নাম লিখায়েছি তোর গোলামীর খতে,
নে মোরে সেলামী আজ, কেল্লা হোক্ ফতে !

(৪০)

ইরাণ-তুরাণ কবির স্বপন আজি !
উঠেছিল যেন রঙ্গিন ফানুস্,
কিম্বা একটা রংবারুদের জৌলুস্,
কালের নীরে খানিক চর্‌কি বাজি !
কোথায় গেল বোথারা-বোগ্‌দাদ ?
তক্ত-তাউস পুড়্‌লো লেগে আগ্‌,
বসোরায় কি গুলের থালি আবাদ ?
সে যে ছিল গোলাপ-গালের বাগ !
গুলজার্ হ'য়ে থাক্‌ত নাচের আসর,
এস্‌রাজ খেল্‌ত নারী-পরীর হাতে,
ভুর্ ভুর্ ক'রে উড়্‌ত হেনার আতর,
উপ্‌ছে পড়্‌ত দিলের পাতে পাতে !

বুত্‌ গিয়া সে রোশ্‌নি-রঙ্গ্‌, সব গিয়া রে খোয়া,
তুফানে এক বাঁচ্‌লি তুই, ও আস্‌মানী দোয়া !

(৪১)

মস্‌গুল হ’য়ে আছি তোমার গানে,
ছনিয়া ভুল্‌লাম সাধে কি খোস্‌-দিলে!
গুলের খোস্‌বোঁ শিমুলে কি মিলে?
ভর্‌ কলিজা তর্‌ ও সুধা পানে!
ভুখ্‌-পিয়াস কিছুরই নাই ধান্ধা,
বথ্‌রার লাগি খোড়াই না বখেরা,
ঘড়ি ঘড়ি ডাক’, হাজিরবান্দা
সাড়া দেয়,—আছি ও জান্‌ মেরা!
আছি ও জান্‌মারা খেলোয়ার
দিলের পরোস্তীর আশায় খালি!
তুফানে ঠিক উড়্‌ছে যেমন বালি,
গোলোকধাঁধায় ঘুর্‌ছে মাতোয়ার!

বাল-বাচ্ছা জিন্দেগী-গুজরান্‌
তুমি যে মোর, পাষাণ মেহেরবান্‌!

(৪২)

পড়ে 'আছি বালু 'পরে বেদম, বেহোস্,
জখম হতেছে জান্ হেরি' ও মূরত্,
পীরিতি-কাটারী যেন, কি খুব্‌সুরত
দিলের তুফান !—এ কি খোস্, না, আপ্‌শোষ ?
তুমি যেন চেতাইছ, ক্ষেপাইছ মোরে,
ভুলাইছ, খেলাইছ, ঘুরাইছ রঙ্গে,
আমারে ভাসাতে চাও তরঙ্গে তরঙ্গে,
নিজে পড়িবে না বাঁধা আমার নোঙ্গরে !
পেয়ারের ও আরজ—সঙ্গীন সফিনা,
শের দেয় মুখে মুখ যেন ঢাকি' থাবা,
ছোট বলে' ভাবিও না, তোমারে বুঝি না,
যে পূরার টুক্‌রা আমি, সে তোমারও বাবা !
লাখ্ আঁখে করে রোজ সে সমঝ্‌দার
তোর প্রতি ঢেউটির আদম-সুমার !

(৪৩)

তুমি সিন্ধু, প্রকৃতির মহারঙ্গালয়,
মহানট করে নাট দিবসে নিশিতে,
চরাচর থরথর রঙ্গনৃত্যগীতে,
মিলনান্ত বিয়োগান্ত কত অভিনয়!
ভেদিবারে গিয়ে বৃথা কৃষ্ণ আস্তরণ
নভ লক্ষ আঁখি তার তোমা পানে মেলি,
ধরণীরে বার বার চেতাইছে ঠেলি,
সাধিছে খুলিতে তব ফেন-আবরণ।
প্রাণপণে বসুন্ধরা জড়ায়ে জড়ায়ে
টানে মসী-যবনিকা ধরি' তার রশি,
হাত হ'তে মায়া-ডুরি যায় খসি খসি,
রহস্য আবার যায় রহস্যে গড়ায়ে!

বাহিরে আলোর ঠাট্, ভিতরে আঁধার,
জল, না এ ছল-কেলি তোমার, পাথার?

(৪৪)

কালবৃদ্ধ, বক্ষে তোর শিশুর হৃদয়,
জগতের শিশু-হিয়া তোর সূতে বাঁধা,
তোমার ফেনার সাথে উচ্ছ্বসিত হয়,
তাদের খেলার বাঁশী তোর সুরে সাধা!
তরঙ্গের তোপ শুনি' করতালি দেয়,
বালুর প্রাসাদ গড়ি' দেয় জলাঞ্জলি,
পোড়া-রোদে তপ্ত-তটে নেচে যায় চলি',
মায়ের বকুনিগুলি ঘাড় পেতে নেয়।
চলিতে টলিয়া পড়ে, আধ কথা কয়—
সেও ছোটে রঙ্গ দেখি' তরঙ্গের প্রায়,
কাঁচা মন ভিজাইয়া তাজা ঢেউ লয়,
তোমার হাহার সাথে হোহো সে মিশায়!
পাগলে মাতালে মিশে মগ্ন, একাকার,
ভাঙ্গে, লোটে, ফেলে-ছোড়ে সুধার ভাণ্ডার!

---

(৪৫)

টগ্‌বগ্‌ ফোটে সিন্ধু অনন্ত-কটাহে,
এই জল ছিল ভরি ব্রহ্ম-কমণ্ডুল,
এতে যেন ফুটিতেছে বিশ্বের তণ্ডুল
ছুটে' আসে নরনারী ভবক্ষুধাদাহে !
চাহে না অরণিকাষ্ঠ, লাগে না ইন্ধন,
রবিশশীগ্রহতারা চড়েছে কড়ায়,
পঞ্চভূত আপনারে সম্ভার চড়ায়,
বিনা জ্বালে মায়া-চুল্লি করিছে রন্ধন !
সুধা-বিষ শুভাশুভ আনন্দ-বিষাদ
একসাথে চুরিতেছে, হইতেছে পাক,
'অভুক্ত কে আছ, এস !—স্নেহে উঠে ডাক,
পাচক বাঁটিছে নিত্য এ মহাপ্রসাদ !

দুর্ব্বাসা-পারণ হেথা চলিছে অবাধে,
বিশ্বজন-ক্ষুধা তৃপ্ত কণিকা-প্রসাদে !

---

(৪৬)

আজ আমি খুলে' গেছি পরতে পরতে,
আজ আমি টুটিয়াছি বন্ধে অনুবন্ধে,
আজ আমি গলে' গেছি গীতে আর ছন্দে,
আজ আমি ডুবিয়াছি স্বর্গের মরতে!
আজ আমি ভখিয়াছি সুধার গরল,
রেণু রেণু করি' যেন জীবন-পরাগে
পিষিয়া ফেলেছে মোরে আনন্দের 'খল'!
আজ আমি জ্বলে' গেছি অতিশয় রাগে!
ছন্দে বাঁধিবারে গিয়ে আজ তোরে সিন্ধু,
হয়ে গেছি খান্ খান্ মরমে মরমে,
আজ আমি ঝরিতেছি বিন্দু বিন্দু বিন্দু,
পলে পলে মরিতেছি সভয়ে সরমে।

জীবনে জীবনী-ছুরী তবু কে শানায়,
সিন্ধু সনে বিন্দু ভরে কাণায় কাণায়!

---

(৪৭)

পাথার, আমার সুখের সংসার!
আমরা একটি সুখী পরিবার!
পত্নী লক্ষ্মী, মা তাপসী, মেয়ে আঁধার ঘরের শশী,
ছেলে দুটি দুষ্টু, কিন্তু মিষ্টি,
যখন তারা আকুল প্রাণে গলা মিশায় তোমার গানে,
আমার কাণে হয় যে পুষ্পবৃষ্টি,
তখন মনে হয় না ত আর, দুনিয়াদারী ভূতের বেগার,
জীবনপদ্মে কীটের অত্যাচার!
পাথার, আমার সুখের সংসার!

মিত্র পাওয়া জানি শক্ত, আমার ভাগ্যে অনুরক্ত,
বন্ধু মিল্‌ল এ দুর্ভিক্ষের দিনে!
প্রাণ-সেতারে অবহেলে মন-মেজ্‌রাফ্‌টি খাসা খেলে,
আমার রগ্‌টা বেশ নিল সে চিনে!
খাচ্ছি বটে পরিপাটি ভাগ্যের বাঁকা বাঁশের লাঠি,
শোধ হয় না এত করেও ধার,
তবু আমার সুখের সংসার!

এসেও আস্‌তে চায় না যুড়ে,'   পয়সা আস্‌ছে, যাচ্ছে উড়ে,
ধনস্থানে বিরাজ কচ্ছেন শনি !
আলাদিনের দিয়া লাগি   মরি না তাই রাত্রি জাগি,
তোমার কূলেই খুঁজি পরশমণি।
ব্যবসাদার নামেই মাত্র,   আমি তোমার টোলের ছাত্র,
শূন্য নিয়েই বেশী কারবার !
তবু আমার সুখের সংসার !

নাই গো আমার জুয়ার ঝোঁক্‌,   রাতারাতি ফাঁপবার রোখ্‌,
তোমার মতই আঁধারে ঢিল ছুড়ি,
নই কখনো নেশাখোর,   মাতলামোটি আছে ঘোর—
আশ্‌মানের মেঘ নাচাই দিয়ে তুড়ি,
মাপ্‌তে যাই বাতিকগ্রস্ত,   অনন্তটার দীর্ঘ-প্রস্থ,
আকাশ পাতাল হাতড়ান' হয় সার !
তবু আমার সুখের সংসার !

পড়্‌ল ত দান অনেক বারো সেপাঞ্জা আর পোয়াবারো,
হাভাতে রোগ তোমার—চিন্‌লে আমায়,
আমরা এক আজগুবী জুড়ি— আমি দিচ্ছি হামাগুড়ি,
পৃথিবীটা ঘোরে তোমার মুঠায়,
ভাগ্যের আমি ফস্‌কা-গেরো, পিছ্‌লে যাই, যতই ঘেরো
সুখ-সোয়াস্তি দিয়ে চারিধার !
তবু আমার সুখের সংসার !

নাই কভু মোর মাথার গোল, এক পাগলে কর্‌ল পাগল,
সে যে তুই, ওরে ডাকাত, খুনী !
প্রাণটা আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁশীর মত ফুঁকে' ছন্দে
পাওনা চাস্‌ কড়ায়-গণ্ডায় গুণি' !
বুজ্‌বে একদিন বাঁশীর বিঁধ, ভাবের ঘরে কাটা সিঁদ
মুখটি খুলে' বল্‌বে ব্যথা আমার !
তবু আমার সুখের সংসার !

(৪৮)

চারিদিকে জল, শুধু জল!
ছুটিয়াছে অজস্র পাগল!
হট্টগোল, তোলপাড়, অট্টহাসি, হাহাকার,
ঘূর্ণি-নৃত্য বাজায়ে বগল!
আকাশে উচ্ছ্বাস উঠে, বাতাসে উল্লাস ছুটে,
উন্মাদনা গলিয়া তরল,
এক পারে অভ্যুদয়, অন্য পারে অস্তালয়,
ভাঙ্গা-গড়া যেন অবিরল,
এ নহে নদীর গান— টপ্পা-খেয়ালের তান,
এ ধ্রুপদে বিশ্ব টলমল্!
পাথার, পাথর নও, নাড়া দিয়ে কথা কও,
উৎপাটিয়া গড়' মর্ম্মস্থল!
হেরি' তব জলস্তম্ভ বুঝি তব নাড়ী-কম্প,
অনন্তের শুনি কোলাহল!
নর্ম্মদা-কাবেরী-সিন্ধু তোমারই বাষ্পের বিন্দু,
নাড়ী-রক্ত করেছিলে জল!

পাথার

কত নদী আজ মরা, কত নদে প'ল চরা,
তব বক্ষে মরণ নিশ্চল !
যাহা কিছু ছিল আগে, যা আছে পশ্চাদ্‌ভাগে,
তুমি তার ঘুরাইছ কল,
ভাগ কারও নাহি নাও, সকলের ভাগ পাও,
জলাঞ্জলি সকল সম্বল !
জল, কি বামন ছিলে ? শেষে নিজ মূর্ত্তি নিলে,
ছিলে ছল, হইলে মঙ্গল !
এক পায়ে রসাতল, অন্য পায়ে নভস্থল,
আর এক পা চাপে ভূমণ্ডল !
স্বরগের লীলা-রসে মর্ত্ত্যের পাঁজর খসে,
হাস' দেখে' পাষাণ-কোমল !
তুমি জনমের হেতু, তুমি মরণের সেতু,
বীজ নাশ', দাও পুন ফল !
সেই তুমি মেঘে ডাক', চাতকীর প্রাণ রাখ',
আবার কাঁদাও করি' ছল !
তুমি নারী-স্তনে বহ, সংসার জীয়াও, দহ,
সুখাশ্রু, শোকাশ্রু তুমি, থল !

পাথার

এক কৃষ্ণ বস্ত্র হরে, শত কৃষ্ণ রক্ষা করে,
সে কি আর অন্য কেউ বল্‌ ?
ধরি' কালিন্দীর দেহ কভু মোহ, কভু স্নেহ,
ভোগালে, তরালে গোপীদল !
তুমি ব্রহ্মা-কমণ্ডুলে নীলকণ্ঠ-কণ্ঠমূলে,
কভু সুধা, কখনও গরল !

(৪৯)

জংলী আমার, পোষ মান্‌বি তুই কবে ?
পাথার, তুই কাতর হবি কবে ?
হও বা না হও নিজে ঠাণ্ডা, রেহাই দাও না আমার প্রাণটা,
একটুখানি তাকিয়ে দেখি আমায়,
একটুখানি ভুলে' থাকি তোমায় !

চোখের একটু দে ভাই আরাম, কাণের একটু দে না বিরাম,
অন্ধ হ'লাম, বধির হ'লাম, তবু কি মাফ্‌ নাই ?
দম্‌টা আমার হচ্ছে ফাঁপর, খস্‌ছে আমার বুকের পাঁজর,
কি প্রেম, বা! সাগর, তোরে বলিহারি যাই !
কূপের মণ্ডূক বাঁধা-জলে বেড়ায় নেচে কুতূহলে,
হঠাৎ তার সাম্‌নে, এ কি, এ যে অকূল পাথার !
পার্‌ব ত ভাই? বদ্ধথাতে কুলোবে ত সাঁতার ?

কাহার পানে দাও লেলিয়ে, কোথায় যেতে দাও ক্ষেপিয়ে,
বল বল, কোন্‌ জায়গায় ঠিক আমার স্থান,
বল কোথায় অস্ত আমার, কোথায় অভ্যুত্থান ?

পাথার

টোন্ ভলিয়ে নিচ্ছে শিকার টোপ্ গিলেছে, কথা কি আর ?
শিকারী ত দেয়োই তাহার মরম ধরে' টান !
খেলিয়ে খেলিয়ে মার্‌বেই ত তার জান্ !

মনটা হাঁফায় তোমার দাপে, বুকটা লাফায় তোমার লাফে,
আত্মারাম যে একেবারে হ'ল খাঁচাছাড়া !
জিঞ্জির-বেড়ি গেছে ভুলে', মিছে ডাকা পিঁজ্‌রা খুলে',
পাখী নীলে ডুব মেরেছে, শিসে কে দেয় সাড়া ?
তবে ঝুপ্ ঝুপ্ চলুক্ ডুব, ছাড়্‌ব, বেদম হ'লে খুব,
শব্দ ঘুচুক্, স্পর্শ মরুক্, পাত্র খান্ খান্ !
ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্ চলুক্ মাত্র পান !

আড়াই দিনের বাদ্‌শাহী হোক্, এ যে লাখ্ লাখ্ যুগের কুহক,
ঢুক্ ঢুক্ ঢুক্ চলুক্ মাত্র পান !
গুন্ গুন্ গুন্ দিবারাত্র গান !

হোক্ নিমেষের এ লেন্-দেন্, হই না আমি আবুহোসেন,
হারুণ-উল্-রসিদের রাজ্য করেছি ত দখল,
আমি একটি উপন্যাস, হাজার রাতের ইতিহাস,
মরু-দেশের জমাট-স্বপন হ'য়ে গেছি জল !

পাথার

খসে খসুক্ আমার পাখা,   পোড়ে পুড়ুক্ তরুশাখা,
একটি উড়াল দিয়েছি ঐ সব সীমানার শেষে,
তোমার ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে যে অপারে মেশে !

(৫০)

ঢেউ নিতে রোজ কাঁদে আমার প্রাণ,
তাই ত, সাগর, আসি তোমার স্থান !
আজ এই পাত্‌লা মাত্‌লা হাওয়ায়, মন ওঠে না কাকের নাওয়ায়,
করাও আমায় অবগাহন-স্নান,
ছন্দে ছন্দে ভরি' ঝারি তালে তালে ঢাল বারি,
জুড়িয়ে যাক্ আমার পাঁচপরাণ,
বুকে আমার বড়ই জ্বালা, মর্ম্মে আমার গরল ঢালা,
ঠাণ্ডি সরবত করাও আমায় পান,
কল্‌জে যক্ষ্মা-রোগীর প্রায়, ভেতর থেকে শুকিয়ে যায়,
হৃদয়-জ্বালার দাওয়াই কর দান !
কূলে এখন নাই ত কেউ, কথা ক', ও সোনার ঢেউ,
জুড়িয়ে যাক্ প্রাণের লক্ষ কাণ !
জেলের ডিঙ্গী বাজী ধরে' গাঙ্গ্‌চিলের ঝাঁক অবাক্ করে'
চিরে যায় না তোর মর্ম্মস্থান ?
তেম্‌নি পাঁজর-পিঁজ্‌রা থেকে নে গভীরে আমায় ডেকে,
মাখিয়ে দে তোর নোনা-জলের রসান,

যেথায় ফেনার আওতা কেটে উঠ্‌ছে ঢেউ ফটিক ফেটে,
সেই জলে মোর জুড়িয়ে যাবে প্রাণ!
তোমার স্নেহের পরশ লেগে হরষ উড়্‌ছে মেঘে মেঘে,
তোমার চুমায় ডাক্‌ছে চোখে বান,
রোমাঞ্চিত সকল তনু, বাসনা আজ ইন্দ্রধনু,
জীবন যেন লাখ্‌ বসন্তের গান!
দাঁড়া দাঁড়া, শীতল বঁধু, পান করি তোর সকল মধু,
আপনারে করি শতখান!
হ'য়ে যাক্‌ আজ শেষের মুক্তিস্নান!

---

(৫১)

সাগর, তোরই নাই রে তামাদী !
বিশ্বজনের এ ভোগোত্তর দখলে কেউ হয় না বাদী !
কালের নজীর সবার 'পরে তামাদী আইন জারী করে,
তোর কাছে বেশ মাথা নোয়ায়, যেন অপরাধী !
সাগর, তোরই নাই রে তামাদী !

চিরদিনের এ দান যার দলিলে ছাপ-মোহর তার,
যুগ-যুগান্তর ঘুর্‌ছে তাহা নানা অধিকারে,
আবার পাবে, তেম্‌নি পাবে খাসদখলে তারে।

নদী শুকায় নিদাঘ-তাপে, ফুল ঝরে' যায় কাঁটার পাপে,
চাঁদের আছে হ্রাস-বৃদ্ধি, মাসিক একটি মরণ,
মেঘ, রাহু রবির দর্প করে এসে হরণ !

নিশা জাগে চকোর-পাখে দিবা মরে চকার ডাকে,
এমনি করে' রাখে তারা শোভার সবুজ বাঁধি' !
সাগর, তোরই নাই রে তামাদী !

চেহারাখানা রেখেছ বেশ,　　　　সবার চেয়ে বেশী বয়েস,
কালের যেন কচি খোকা দিচ্ছ হামাগুড়ি!
জরা-মরণ তোমার দ্বারে　　　　বন্দী আছে কারাগারে,
তোমার সুতায় ঘোরে-ফিরে যেন কালের ঘুড়ি!
তোর গভীরে বারমাস　　　　যৌবন করে রূপের চাষ,
পেয়েছিস্ তুই চিরফসল সনদ আবাদী!
সাগর, তোরই নাই রে তামাদী!

(৫২)

দরিয়া, তুই কি দেওয়ানা দরবেশ ?
হাঁকছিস্ যদি—মুস্কিল-আহ্বান, তোর জলে আজ দেবো ভাসান
হাফেজখান্না পড়্‌তে পড়্‌তে বেশ !
বয়েত্‌গুলো ঢেউয়ের সাথে হাত মিলিয়ে চাঁদনী-রাতে
বলে' দেবে যেথায় আছে শেষ !
আখেজ-দোস্তি চুকিয়ে লেঠা যাব আমি বাদ্‌শার বেটা,
ঢেউ-খেলান' স্রোতে দিয়ে ঠেশ্ !
নোনা-জলের পিয়াস আমার, মিঠি-সরবত রোচে না আর,
এ কি নয়া আশ্‌মানী আবেশ ?
রংয়ের মাতাব্ নিব্‌ল আবে, খোদার মাতাব্, জ্বল্ রে আভে,
দেখা আমায় কোথা হুরীর দেশ !
আশ্‌মান, জেগে সারারাতি জ্বালা বোমসেতারার বাতি,
চাঁদনী-পরী, এলা রে তোর কেশ !
আধ-আধ নীলা-নেশা তর্ দিলের সে ভর্-দিলেশা,
ঢেউয়ে তোফা ঘুম-পাড়ান' আঁয়েস !
ওই যে রে নিঁদ ঢুকছে আঁখে, মুস্কিল-আসান—ও কে হাঁকে ?
ডাকে এবার ওপারের দর্‌বেশ !

(৫৩)

হয় ত তুমি কোন কালে মরু ছিলে, পাথার!
আরব হ'য়ে তোমার ঘরে এলাম কতবার!
ও তরঙ্গ তুরগ হ'য়ে নিত আমায় পিঠে ব'য়ে,
কত বিপদ হয়েছি পার, এখন সে সব স্বপন!
উট-দুধের হালুয়া-খাওয়া, গজল-গাওয়া জীবন!

মরু-বালির মত দেখায় ধূ ধূ বারির স্তূপ,
ঢেউয়ের যত ফোঁস-ফোঁসানি, বালি-ঝড়ের রূপ!
জল-হাতীদের পিঠে চড়ে' জাহাজ যখন ওঠে পড়ে,
মনে হয়, ঠিক উটে চেপে' বালু-পাথার পাড়ি,
বন্দর যেন মুসাফেরদের তাঁবুর বাসাবাড়ী!

উটের পিঠে উঠে' হয় ত মরু হ'য়ে পার
হারুণ-উল্-রসিদের রাজ্যে কর্‌তে যেতাম ব্যাপার!
কত আলাদিনের প্রদীপ, কুহকভরা সে কালো দ্বীপ,
সারাটি দেশ যেন একটা ভোজের মায়াপুরী,
শিশুরা সব পরীর বাচ্ছা, নারীগুলি হুরী!

পাথার

আমিনার সে সাধা-বীণা আশ্‌মান টেনে নামায়,
জোবেদীর সেই কালো কুকুর আজও কল্‌জে কাঁপায়,
মনে পড়ে, কুব্জ-দর্‌জি, আবুর সে দিলালী-মর্‌জি,
বুড়ো শয়তান সিন্ধবাদের স্কন্ধ নাহি ছাড়ে,
হাজার রাতের হাজার ফানুস্‌ জ্বলে স্মৃতির ঝাড়ে!

ঝল্‌সে যেত আঁখি দেখে' হীরা-মতির চটক,
জম্‌জমা সেই বোগ্‌দাদী হাট, বেহেস্ত্‌ যেন আটক!
সবার চেয়ে সাচ্চা জহর গরীবের সেই বাদ্‌শা নফর,
ছদ্মবেশী মুসাফের, যার নামে সুপ্রভাত,
ফেরে প্রজার ঘরে ঘরে—দুখীর দুখের সাথ!

গড়্‌ছ জল, ঢেউ-খেলান' বোগ্‌দাদী সে গম্বুজ,
বসোরার সে গোলাপকুঞ্জ দেখ্‌ছি তেম্‌নি সবুজ!
কত মিনার ঢেউয়ের কোলে, মেরাপেঁ নীল ঝালর ঝোলে,
বোখারার সব ফোয়ারা দিয়ে তরল-ফূর্ত্তি ছোটে,
নৌবত্‌-গুল্‌জার সিংদরজা আশ্‌মান ধর্‌তে ওঠে

কালাপানি, তলিয়ে গিয়ে অথৈঁই মাঝে তোমার,
ধূ ধূ ধূ ধূ মনে পড়্‌ছে সকল কথা আমার,
ভাস্‌ছে চোখে পরীর স্থান, আস্‌ছে কাণে হুরীর গান,
চোখে অশ্রু-ইন্দ্রধনু, জগৎ ঠেক্‌ছে ছায়া,
তুমি যেন আরব-স্বপন, বোগ্‌দাদী এক মায়া !

পাথার

কন্যা উঠে' পাখীটিরে সুধা'ত কি আঁখিনীরে,
শুন্‌তাম তাহার বুকের ধুক্ ধুক্ !
কখন দীর্ঘশ্বাসে তার ফুলে' উঠ্‌ত প্রাণটা আমার,
মিট্‌ত আমারে কড়ি-জন্মের ভুখ,
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক !

(৫৫)

সাগর রে, তুই কোন্ রাজ্যের জীব,
আছে কি তার ঠিকানা কি নাম ?
মায়ের জঠর দিল কি তোর জীবন,
তোরও কি ভাই, মরণ পরিণাম ?
পোতের বহর জলে ভাসে— ডিম্ব যেন জঠর-বাসে,
তোমার স্নেহের 'তা' পেয়ে কি ফুটবে হ'য়ে ছানা ?
সিন্ধুশিশুর হাত-পা হয়, না, গজিয়ে ওঠে ডানা ?

নিরীহ ব্যোমচারীর মত ছিল কি তোর পাখা-পালক ?
না, তুই কোন স্তন্যপায়ী হিংস্র জীবের বংশ-আলোক ?
দেহের যত কারিকুরী প্রকৃতি মা'র বাহাদুরী,
বিবর্ত্তনে ঘুরিয়ে করল রূপের পূর্ণ-বিকাশ,
আজো যে ঢং বদ্‌লাস্, বাড়্‌তে আরো বুঝি আশ ?

দেহ তোমার আত্মায় ঢাল্‌ল কবে সবটা মূলধন ?
অসীমের বাণিজ্যে হ'লে বিরাট মহাজন !
পোতের মত ভেসে ভেসে ঢেউগুলি সব দেশে দেশে
ভাব-পশরা সাজিয়ে যাচ্ছে হৃদয়-ভরা প্রেমে,
তোমার ঘরে সওদা করতে স্বর্গ আস্‌ছে নেমে !

ও জাহাজী সওদাগর, আয় না রে ভাই, আমার তীরে,
বিনি মূলে নে না কিনে আজ এ আদার ব্যাপারীরে!
ঘুচিয়ে দিয়ে বেচা-কেনা, চুকিয়ে নিয়ে লেনা-দেনা
আশা আমার দুল্‌ছে যেন ন্যাঙ্গা-তরোয়ার!
তোমার অংশ পেলে, খুলি নূতন কারবার।

(৫৬)

জালিক তোমারে নিয়ে পেতেছে সংসার,
যৌথ-পরিবার সম অটুট বন্ধন,
রাখাল যেমন জানে গোধন আপন,
নাড়ী-নক্ষত্রটি তব জানা আছে তার!
তার ক্ষুদ্র শিশুটিও তোমারে চরায়,
ভেঙ্গায় তোমার স্বর কত রঙ্গভরে,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কাঁকড়া সে ধরে,
তোমার ভ্রুকুটি-ভঙ্গী হাসিয়া উড়ায়!
রাতদিন পড়ে জাল, ডিঙ্গী হয় বাছ,
• ডিঙ্গী ঘ্রাণে চেনে জল, বাদল, বাতাস,
বিপাকে প্রভুরে রাখে যতক্ষণ শ্বাস,
না মানি' করকা-বজ্র জেলে ধরে মাছ।

ডিঙ্গীখানি ঘর-বাড়ী গেরস্তি-সংসার,
আরবের কাছে যথা পোষা-উট তার!

(৫৭)

রোমাঞ্চ ও গানে, তবু প্রাণ কাঁপে কেন ?
এ নহে যবনী-হস্তে শরীর মালিশ,
এ গলা দরাজ, সাফ, জয়-লাফ যেন,
নহে চাপা, নাকী স্বরে ন্যাকামী পালিশ !
ও লাবণ্যে আঁখি ভরে, তবু ডরে মন,
জলন্ত-শলাকা কে ও নয়নে বিঁধায় !
জীবন-সমস্যা তাতে জল হ'য়ে যায়,
অন্ধ হ'য়ে মর্ম্মে ফোটে সহস্র লোচন !
জগৎ ঘুমায় কোলে, জেগে তুমি একা,
ও তরঙ্গভঙ্গে বাঁধা বিশ্বের বিস্মৃতি,
বালিতে পদাঙ্ক যথা ধরিছে বিকৃতি,
তব জল মুছিতেছে কাল-পদ-রেখা।

অবিশ্রাম উৎসাহের জীবন্ত মূরতি,
ঘুরিতেছ চক্রে চক্রে, তুমি কি নিয়তি ?

(৫৮)

শিখেছি ও হাহা শুনে হাসি ও ক্রন্দন,
বুঝেছি, মানবজন্ম যুগ্ম-ধাতু-গড়া,
হাসি শুধু হাসি নয়, সে যে অশ্রু-ভরা,
এক সূত্রে গাঁথা যথা জীবন-মরণ!
সুখ দিয়া দুখ মোড়া, দুখ দিয়া সুখ,
অতিবুদ্ধি মূর্খ বলে,—আকাশ-পাতাল,
সেও যদি দেখে তোমা, বুঝে সে বাচাল,
আকাশে পাতালে নাই বেড়া অতটুক!
প্রাণ ভরে' হাসে নি যে কাঁদে নি জীবনে,
হোক্ সে দেবতা, তারে করি না বিশ্বাস,
বরঞ্চ মিতালি ভাল চতুষ্পদ সনে,
শিখিয়া নিয়েছি ইহা আসি' তব পাশ।

তুমি চিত্তপ্রদর্শনী, চিত্রের দর্শন,
তুমি চিত্রদর্শী, চিত্ত তোমার নয়ন!

---

(৫৯)

শক্তির দানব, নাহি জান আপনায়,
অসহায়, ভাসে তব বিশ্ব-বিন্দু'পর
ভাসমান জনপদ—দীর্ঘ নৌবহর,
শিশুর কাগজ-গড়া ক্রীড়া-তরী প্রায়!
সাজিয়া কটক তব দিতেছে হুঙ্কার,
থরথর চরাচর নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে,
দেখিতেছে অপব্যয় রাজ-অধিকার,
ওই বেগ, ও আবেগ ফুটিয়াই টুটে!
স্বর্গ আছে, শিরে থাক্, ফিরে এস ভাই,
ধাও বীর, মানবের দ্বারে দ্বারে যাও,
মুক্তি-ফৌজ নিয়ে তব সান্ত্বনা বিলাও,
ভীত ধরা কর্ণে জপ',—কারো মৃত্যু নাই!

টঙ্কারি' ওঙ্কার-ধনু ধাও ধাও, রথী,
কি ভয়, নিদান-রণে অভয়া সারথী!

---

(৬০)

নিশি দ্বিপ্রহর, সুপ্ত কায়ার জগৎ,
ছায়ার জগত জাগে তোমার নিনাদে,
বাজে জলতরঙ্গের ঐকতান গৎ,
সপ্ত স্বর্গ শুনে' শুনে' সারেগাম সাধে!
তরঙ্গে বেহাগ উঠে, বক্ষে বাজে যৎ,
সংসার-সীমার প্রান্তে রয়েছে যে বাণী,
তারই সনে মর্ম্মে মর্ম্মে হতেছে মেলানি,
ত্রিভুবন আজ এক আনন্দ-সঙ্গত!
বিজ্ঞান বিশ্বাস বুঝি পাতাবে মিতালি,
শক্তি শান্তি দুই বোন্ যাবে এক রথে,
একজন পূরাইবে অপরের থালি,
অন্ধ খঞ্জ যুক্তি করি' বাহিরিবে পথে!

তোমার ও শ্বেত-শ্যামে দেখিয়া মিলন
কবি পড়ে জগতের ললাট-লিখন!

---

(৬১)

সাগর-যাত্রী নদী এসে তড়িৎ সম হঠাৎ মেশে
ও অপারে যেই,
তাহার প্রতি লহরটি হয় মুখর বুঝি,—তোমারে কয়
মানব-ভাষায় এই,—
সাগর, আমায় ধর, ধর, পিতা, আমায় কোলে কর,
ঘরে এল মেয়ে,
বাজুক্ তোমার শুভ শাঁখ, দাও আমারে স্নেহের ডাক,
এস কাছে ধেয়ে।
দেশে দেশে ফিরে' ফিরে' হরিৎ আন্‌লাম তীরে তীরে,
হরষ মাঠে মাঠে,
চিরে' আপন মর্ম্মস্থল ক্ষেত্র কর্‌লাম সতেজ, সবল
ঘুরে' ঘাটে ঘাটে।
কত ভণ্ড মুখোস্ পরে' দিব্যি ভালমানুষ, ঘোরে
স্বার্থের ভরা-মেলায়,
পায়ে পেতে দিয়ে প্রাণ আন্‌লাম তাদের মুক্তিস্নান
রক্তারক্তি-খেলায়!

দেখ্‌লাম, লৌহ-হিয়ার দলে   সোণার মানুষ, দেবতা টলে
যার সাধনে ভুলি',
আস্‌ত ঘাটে নিতে বারি   দেবীর বাড়া কত নারী,
নিতাম পদধূলি !
মূর্চ্ছাহত রবি-করে,   সেব্‌লাম তাদের অকাতরে,
এবে আঁখি ঢোলে,
মাটির বেগার খেটে খেটে   তৃষায় যাচ্ছে ছাতি ফেটে,
শীতল, নাও কোলে !
শুশ্রূষা মোর চায় না ছুটি,   শুধু সে আজ পড়্‌ছে লুটি',
অঙ্গ শ্রমে অবশ,
তোমার প্রাণের তাড়িত পেয়ে   আবার যাব কাজে ধেয়ে,
কর আমায় পরশ !

---

(৬২)

সিন্ধুরাজ, তব মুকুর-প্রাসাদ পলে পলে চুর্‌মার্‌!
ঈর্ষায় কি শ্বাস', নাশিবারে আস' ধূলার এ লীলাগার?
ঢেউ-শিল্পী তব ভাঙ্গা যত গড়ে,
ঘোর ঘোষে শুধু ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে,
'ক্ষত যুড়ে দাও! ক্ষত যুড়ে দাও!' দিবস নিশারে ডাকে!
দিবা যায় ক'য়ে যামিনীর কাণে, 'আমায় কে বল রাখে!'

বিস্বাদ, কটু, ফেনিল, আবিল, ওগো লবণের স্তূপ,
কুট্‌ কুট্‌ করে প্রেমের মতন পরশিলে তব রূপ!
জলের বোঝাই ব'য়ে মর, সিন্ধু
ভোগে নাহি লাগে একটি বিন্দু,
কার অভিশাপে যাচিয়া বেড়াও ক্রেতাহীন এ বেসাতি?
জলের জগত আছ পায়ে পড়ে', ধরার ফাটিছে ছাতি!

না, না, সিন্ধু, তুমি যুগ-যুগান্তের হৃদ্‌পিণ্ড দ্রবীভূত,
তুমি দর-দর স্নেহ-প্রেমধারা নিখিলনয়নচ্যুত !
জনমে জনমে জ্বলে' ওই লোণা
এবে হ'য়ে গেছে দ্রব 'খাঁটি-সোণা,
আজও কূলে কূলে অশ্রু খুঁজিয়া বক্ষে ধরিয়া আন',
ঘুরে' ঘুরে' আস', কাঁদ' আর হাস', মরম ধরিয়া টান' ।

(৬৩)

দরদী, তোর দরদ দেখে' মরি !
দূরে গিয়ে ছিলাম বসে'	প্রাণ হ'তে মন গেল খসে'
ফুল হ'তে তার পরিমলটি যেমন যায় ঝরি' !
ও তরল, তোর কঠিন ফাঁসে	কল্‌জে আমার বেরিয়ে আসে,
বুকের পাঁজর যাচ্ছে খসে', কি প্রেম, আ মরি !
ও নূন ছিটে পোড়া-ঘায়ে	কাঁটা দিয়ে তুল্‌ছে গায়ে,
দুটো চোখে জল শুকিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে ভরি' !
দরদী, তোর দরদ দেখে' মরি !

কমঠ যেমন লুকিয়ে থাকে,	আপনারে গুটিয়ে রাখে,
ছিলাম তেম্‌নি আপন মাঝে জীবন হ'তে সরি',
কখন ডাকে দিলাম সাড়া,	টেনে আমায় কর্‌লি খাড়া,
দেখ্‌লাম নিজকে নূতন চোখে নীলের কাজল পরি' !
তোর প্রেমের আজ বেগার খেটে	পলে পলে পড়্‌ছি ফেটে,
ঢের হয়েছে, পারি না আর, ছাড়্‌ না, পায়ে পড়ি !
দরদী, তোর দরদ দেখে মরি।

পাথার

মেঘের মত গুরু গুরু তোর বুকের ও দুরু দুরু,
শুনে' প্রাণটা ফুলে' ফুলে' নাচ্‌ছে পেথম ধরি' !
রূপ দেখিয়ে মার্‌বি নাকি ? ক্ষেপিয়ে দিলি ক্ষ্যাপার আঁখি !
অমন করে' ঢেউ তুলিস্‌ না মরম জখম করি' !
রূপ, না ও পরশমণি ? স্বর, না ও সুরের খনি ?
কূল ছেড়ে যে অকূলে আজ ভেসে গেল তরি !
দরদী, তোর দরদ দেখে' মরি !

(৬৪)

গানের গুরু, শিখাও আমায় গান,
যে গান আছে পাতাল-তলে শয়ান!
সেই সুরের দীপক নিয়ে যাব আঁধার পাড়ি দিয়ে,
করব আমি ভেসে ভেসে গানের দেশে প্রয়াণ।

ওই যে ধরা ফুট্‌ল হ'য়ে ফুল!
কিরণ-অলি ঝাঁকে ঝাঁকে বস্‌ল লাগি' পাথে পাথে,
যেন মাতাল লাথে লাথে কর্‌ছে হুলুস্থুল!
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধ্রুপদ ছোটে, প্রাণটা তারা-গ্রামে ওঠে,
আকাশ-ধাওয়া খুসির ঝোঁকে বক্‌ছে মেলা ভুল!

পাখোয়াজের হঠাৎ দফা রফা!
খেয়ালী, তোর খেয়াল-সুরে গেল সঙ্গত ভেঙ্গে-চুরে,
চৌতালের তাল সাথে ভাঙ্‌ল তাণ্ডবের রণ-পা!
আবার শুনি, রঙ্গভরে গলা বেজায় মিহি করে'
ভাঁজ্‌ছিস্ হাল্‌কা সুর, যেন নিধুর মধুর টপ্‌পা!

কে চায় ও সব,—শিখাও আমায় সে গান,
যে গান আছে পাতাল-তলে শয়ান!

(৬৫)

নাচ্ নাচ্, চিড়িয়া আমার,
করতালি দিব বার্ বার!
প্রাণ আজ গান হ'য়ে তোর পানে যায় ব'য়ে,
দোল্ দোল্, পাগল আমার!
গগনে বাদল সাজে, পবনে মাদল বাজে,
অশনি মল্লার ওই গায়,
দু'হাতে আনন্দে থালি, তোমারে ছিটাব বালি,
হো হো হেসে ক্ষ্যাপাব তোমায়!
নাচিছে বিজলী-বালা কালো জল করি' আলা,
কি মিতালি সলিলে অনলে!
সলিলে হুঙ্কার ছুটে, অনিলে ওঙ্কার উঠে,
দেবের আসন বুঝি টলে!
অম্বরে প্রলয়-ছটা, তরঙ্গে শ্মশান-ঘটা,
হইতেছে কালের শিঙ্গার!
ঢাকিল বরষি' শর জল-স্থল-নীলাম্বর
আজ যেন শেষের আঁধার!
নাচ্ নাচ্, চিড়িয়া আমার!

(৬৬)

সিন্ধু, ধরা অঘোরে ঘুমায়,
ডাক' তারে চুমায় চুমায়,
চড়ি' সুপ্ত মা'র বুকে চুমা দিয়া চোখে মুখে
ডাকে যথা বালক সেয়ানা!
ডাকিতে কে করে তোরে মানা?
না দহিলে তপানলে দেবতাও নাহি গলে,
না কর্ষিলে হলে, মাটি নাহি দেয় ক্ষুদ,
এমন যে মাতৃ-বুক, অমিয়-উৎসের মুখ,
পীড়া নাহি পেলে সেও নাহি ছাড়ে দুধ!
শিশু যথা পেলে ক্ষুধা জননীর বক্ষ-সুধা
নিঙাড়িয়া নিঙাড়িয়া বলে কাড়ি' লয়,
ধরণীর স্তন দুটি তাই কি ভরিয়া মুঠি
ঘন ঘন চাপিতেছ আনন্দে নির্দ্দয়!
যদি সোহাগের হাত করে বুকে বজ্রাঘাত,
নবনী-পরশ সম লাগে হৃদি-পাতে,
একটি ফুলের ঘায় ভালবাসা মূর্চ্ছা যায়,
কাঁটা-কীট থাকে যদি লুকায়ে পশ্চাতে!

পাথার

প্রণয়ের অত্যাচার সহা যায় বার বার,
বিরাগের সুবিচার কঠিন, প্রখর !
মা তবু দুরন্ত ছেলে কোল থেকে নাহি ফেলে,
হাসিমুখে সহে তার আঁচড়-কামড় !
তুমি মাতি ক্রীড়া-মদে পড়' বেগে ধরা-পদে,
রক্ত ঝরে তোমার ও সোহাগ-লেহনে,
সে তব পরশ-রসে শিহরি' উঠিয়া বসে,
শুভ্র ধারা ক্ষরে তার গদগদ স্তনে।
কিন্তু জেন', রে পাগল, মাকে জাগাবার কল,
চুমায় চুমায় তারে ইসারায় ডাকা,
সে চুমার কুহরণ থামাবে বিশ্বের রণ,
ঘুরাইবে রক্তমাখা নিয়তির চাকা !
প্রেম-শিশু কোলে নিয়া শান্তি-শঙ্খ বাজাইয়া
করুণা উড়াবে তার মিলন-কেতন !
মানবে দেবতা উঠি' সে দিন কহিবে ফুটি,—
আর স্বর্গ কোথা ?—স্বর্গ মানবের মন !

(৬৭)

পড়িতে আসি নি তব তরঙ্গের পুঁথি,
খুলিতে আসি নি তব যাদুর মহল,
ঢালি' শুধু হৃদয়ের গাঢ় অনুভূতি
পরা'ব তোমার পায়ে প্রেমের শিকল।
ভাণ্ডার তোমার আজ ছেড়ে দিলে লুটে,
উড়িব ঘুরিব শুধু আনন্দ-পাথায়,
মোর হিয়া-নীপ-তরু শাখায় শাখায়
কুসুম-রোমাঞ্চ হ'য়ে পলে পলে ফুটে!
ভাব স্তব্ধ, ভাষা জব্দ, গেছে ভেঙ্গে-চুরে,
মূর্চ্ছনা আসিয়া কণ্ঠে পড়িছে মূর্চ্ছিয়া,
গেছে ছন্দ, গেছে তাল ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে',
ছিঁড়িছে সুরের তার চড়াইতে গিয়া!

আজ মনে হয়, যেন নিখিল-ভুবন,
মৎস্য-রমণীর আধ সলিল-স্বপন!

(৬৮)

জীবজন্ম-ছবি যায় তব জলে চেনা !
কভু রুক্ষ জটা মাথে, কখনও কিরীট,
জীবন-সমরে রক্ত হ'য়ে গেছে ফেনা,
হাসি-কান্না—অদৃষ্টের এপিঠ ওপিঠ।
পরাণের প্রেম—তোরে কভু মনে হয়,
পুন দেখি, ঊর্ম্মি 'পরে ঊর্ম্মি চড়ে রোষে,
ভ্রাতার নাড়ীর রস ভ্রাতা যেন শোষে !
এই ত সংসার, তার জয়-পরাজয় !
নিত্য ডিঙ্গা নিয়ে যাই কুড়াতে মাণিক,
নিয়ে আসি ছোট নায়ে যতটুকু ধরে,
আজ বন্দী করিয়াছে পরাণ-নাবিক
ভাবের জাহাজখানি ভাষার নোঙ্গরে।

গণ্ডুষে শুষিল তোরে যোগীর প্রধান,
একটি চুমুকে কবি করে তোরে পান !

(৬৯)

নিশা তখন দিবার দ্বারে ভোর জানাচ্ছে ডাকি,
সলিল-স্বপন ভেঙ্গে তপন মেল্‌ছে অলস আঁখি!
বালির উপর মাথা থুয়ে জেলের ডিঙ্গি আছে শুয়ে
গাঙ্‌চিলের ঝাঁক আলো দেখে' চম্‌কে চম্‌কে উঠে,
চক্ষু বুজে' খাবার খুঁজে শিথিল চঞ্চুপুটে!

টান্‌তে টান্‌তে মায়ের স্তন শিশু যেমন ঘুমায়,
খেল্‌তে খেল্‌তে ঢলে' পড়্‌লে পায়ের একটি চুমায়!
ছবি যেমন পটে আঁকা— ঢেউ তোমার সব গুটিয়ে পাখা
আলু-থালু ঘুমিয়ে আছে পরী-শিশুর মতন,
অমরপুরী হতে হুরী দিয়ে যাচ্ছে স্বপন।

শিউরে ওঠে, কাঁপে না আজ আঁধার পাথার-পুরী,
নারীর বুকে প্রথম যেমন প্রেমের লুকোচুরি!
ফুট্‌তে ফুট্‌তে বাইরে এসে লাজে ঢেকে' মিলায় শেষে,
খুল্‌তে বুকে কাঁটা দেয়, যেন ফুলের ছুরি,
গানের শেষে তানটি যেমন খুঁচিয়ে বেড়ায় ঘুরি'!

পাথার

আলোর আধার চেয়ে আছে কালো পাথার পানে,
আলোর মধু গলেছে আজ কালো ভোম্‌রার গানে!
ঢেউয়ের কাণে কি কয় বাতাস? ,ভাষা, না সে দীর্ঘশ্বাস?
শাদা মেঘ, না বকের ঝাঁক শূন্যে উড়ে' যায়!
কিরণ-কমল হাতে, উষা আসে পায় পায়।

সলিল-আত্মা, কত ঘুমাও, আঁখি মেল' এবার,
দুলে' ওঠ, ফুলে' ওঠ, কূলে ওঠ, পাথার!
ওঠ অঙ্গ দিয়া নাড়া, সপ্ত স্বর্গে পড়ুক্‌ সাড়া,
সাজ' বীর, জল-ডঙ্কা বাজাও বার বার!
ঘিরে ফেল আভের দুর্গ, ভাঙ্গ স্বর্গদ্বার!

নিয়ে চল সাজিয়ে তোমার মুক্তি-অভিযান,
ত্রিদিব-আসন উঠুক্‌ টলে', গলুক্‌ দেবের প্রাণ!
দুর্ব্বল ওরা, দুলাল ধরার, নয় কি জ্ঞাতি-স্বজন তোমার?
ভাগ্য তাদের কেশে ধরে' দিচ্ছে মরণ টান,
পতিত ভা'য়ের তরে, ও বীর, স্বর্গ জিতে আন!

(৭০)

চল রে মন বানপ্রস্থে যাই!
সবুজে হই কাঁচা বটে, নীলে তাজা হতে চাই!
হোক্ আজগুবি বানপ্রস্থ, না-ই বা থা'ক্ এর দীর্ঘপ্রস্থ,
জলের আগুন মনকে গলায়, বনের আগুন করে ছাই!
কূলে থেকে কে ওই ডাকে, মিঠে লাগে লাগুক্ তাকে,
সিন্ধুগন্ধ উড়্ছে হাওয়ায়, কূলের মায়ায় কার্য্য নাই,
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই?

ওই দ্যাখ, রবি গেছে ভাঁটায় পড়ে'!
আঁধার চালায় জুলুম-হুকুম জোরে!
সন্ধ্যা তবু ধীরে চলে, তারাহার দোলে গলে,
রাঙ্গা-ছবি বেড়ায় জলে নেচে,
তাই নিয়ে হয় কাড়াকাড়ি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে মারামারি,
ছায়া-ধরাধরি খেলা এ যে
রূপের মধু লুট্‌লি অনেক, চল্ অরূপের মধু খাই!
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই?

ঝন্‌ঝনিয়ে পড়্‌ল কপাট দূরে,
শেষ হ'ল কাজ বিশ্ব-কর্ম্মপুরে
ভাঙ্গা চাঁদের রাঙ্গা কর চির্‌তে এসে আঁধার-স্তর
আঘাত তারে করে কি না করে!
দিনান্তের হাত ও কে ছাড়ায়, বিদায় নিয়ে আবার দাঁড়ায়,
হাসে মোতি, কান্নায় পান্না ঝরে!
চল্‌ রে মন, পাশ কাটিয়ে হাসি-কান্নার পারে যাই!
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই?

থিতিয়ে নিথিয়ে গেছে আবিল জল,
গুলিয়ে ঘুলিয়ে কখন সাজ্‌বে থল!
প্রাণের ছবি দেখ্‌ছি নীরে, চিন্‌ছি রূপের ফটিকটিরে,
মনে হচ্ছে, আমি ওর এক লহর!
কোন্ উপাদান আগে ছিলাম, কিসের ছাঁচে ঢালাই হ'লাম?
মনে পড়্‌ছে, কে আমি, কৈ ঘর!
রাশ-পরানো ঢেউ-ঘোড়ায়, মন, চল্‌ এ বেলা পালাই!
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই?

(৭১)

বেলা তখন ডুবু-ডুবু, হাওয়া তখন নিবু-নিবু,
সারা ভুবন ছেয়ে গেছে কি যেন এক ঘুমে,
অলি তখন সব শেষবার কলির মুখ চুমে!
তীরে না রে নীরে?—শুনি ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমুর্,
বেজে উঠ্‌ল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর!

মেঘের সিঁড়ী ভেঙ্গে ভেঙ্গে রবি নাম্‌ছে ছুটে,
তাহার সাঁকো বেয়ে বেয়ে চাঁদটি আস্‌ছে উঠে,
স্বপ্নের মত আধ-আধ, লাজের মত বাধ-বাধ,
আশে না রে ত্রাসে? শুনি ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমুর্,
বেজে উঠল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর

গাংচীলের ঝাঁক শেষ-উড়ালটি দিয়ে কর্‌ছে বিরাম,
ঢেউগুলি শেষ-দোলা খেয়ে কর্‌ছে শুয়ে আরাম!
মধ্যপথে হারিয়ে ধারা পল-বিপল দিশাহারা,
দুখে না রে সুখে?—শুনি ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমুর্,
বেজে উঠ্‌ল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর!

প্রহরগুলি চালিয়ে গেছে কখন সূর্য্য-ঘড়ি ?
আলোর সারেঙ্গ-তারে সন্ধ্যা চালায় আঁধার-ছড়ি !
বালি বারি মিশে শুধু মরুর মত কর্‌ছে ধূধূ,
জেগে না রে ঘুমে ?—শুনি ঝুমুর্‌ ঝুমুর্‌ ঝুমুর্‌,
বেজে উঠ্‌ল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর !

ওপার থেকে ডিঙ্গা বেয়ে এস পরাণ-বঁধু,
লুটে' নিয়ে যাও আমার প্রাণের যত মধু !
বুকের সাথে লাগিয়ে বুক শোন, শোনাও ধুক্‌ ধুক্‌,
কাণে না রে প্রাণে ?—শুনি ঝুমুর্‌ ঝুমুর্‌ ঝুমুর্‌,
বেজে উঠ্‌ল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর !

---

(৭২)

ধীরে, সিন্ধু, ধীরে গড়াও,
আজ তুমি ধীরে গান গাও!
ফুলের মুচ্‌কি হাসি, জ্যোৎস্নার অফুট বাঁশী,
—সেই আধ যাদু আন নীরে,
সাগর, মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে।

দিবা-পাখী আসে ক্লান্ত-পাখে,
জুড়াইতে তব ঢেউ-শাখে!
নাও তারে কাছে ডাকি', দাও তারে পাখে ঢাকি',
খেলা দাও নিয়ে নীর-নীড়ে,
সাগর, মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে।

গগন চলেছে ভেসে জলে,
স্ফটিক যেতেছে ফেটে গলে'!
আসে ধরা শ্রান্তি নিয়া, রাখ ঘুম পাড়াইয়া,
যাও তারে চুমা দিয়া ফিরে,
সাগর, মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে।

হের ওই পায় পায় পায়,
জ্যোৎস্না নামে তোমার গুহায়!
আজি কি মধুর রাতি, পুঞ্জ প্রাণে পঞ্চ বাতি,
ডেকে লও মোর আরতিরে,
সাগর মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে।

আমি স্তব্ধ বসে' নগ্নকায়ে,
চোখ কাণ যেতেছে জুড়া'য়ে!
স্বপ্নমগ্ন বালুস্তর, সুপ্তিমগ্ন চরাচর,
পশ' মোর মর্ম্মতল চিরে,
সাগর মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে!

---

(৭৩)

পুচ্ছ তুলে' বড়বা সব ছুট্‌ছে হ্রেষা রবে
ছিঁড়ে বল্‌গা-ফাঁসি,
লাফে লাফে ডিঙ্গিয়ে বেড়া আস্‌ছে কূল ভাঙ্‌তে খুরে,
মুখে ফেনার রাশি !
না, আবার হয় সিন্ধু মথন ?—ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা
উঠ্‌ছে পাথার কেটে,
সুধাভাণ্ড সাথে উঠ্‌বে নবীন চন্দ্র, নূতন লক্ষ্মী
কোন্‌ তরঙ্গ ফেটে !
বৃদ্ধ চাঁদটি গড়িয়ে পড়্‌বে তোমার গভীর গহ্বর-তলে
চিরদিনের মত,
তারার ভাতি নিভে যাবে, রূপবতী নারীর যেন
যৌবন মর্ম্মাহত !
গাঁথা হবে নূতন তারায় তখন নূতন নিশির তরে
আর এক মণিমালা,
নূতন চাঁদের মায়া-ফাঁদে হাস্‌বে নওরতনের সভা,
স্বর্গ-রঙ্গশালা !

উঠ্‌বে না কি তুমি সিন্ধু, হারানিধি গোরাচাঁদে
হঠাৎ কোলে করে' ?
তোমার মতই আকাশ-ধরা প্রেমতরঙ্গ বইয়েছিল,
গেছে সে ঢেউ মরে' !
ভাব-সাগরে পড়্‌ল চড়া, বিশ্বাসের বুক শুকিয়ে আজ
অস্থিচর্ম্মসার,
আন্‌বে না কেউ রসিক নাগর, কাদাভরা শুক্‌নো ভাঁটায়
নয়া-জলের জোয়ার ?
মিছে সাধা, মিছে কাঁদা, রাজা, তুমি আজ্‌কে কাঙ্গাল,
নাই ত, কিছু নাই,
জ্যোৎস্না মায়ার সুড়ঙ্গ্‌ কেটে ঢুক্‌ল তোমার সজাগ ঘরে,
লুঠ হল যে ভাই !

(৭৪)

মধু রাতে এ কি রূপ আজ ধর্‌লে পারাবার ?
আবার দেখি, আবার দেখি, আবার দেখি, পাথার !
সুড়ঙ্গ-তলের শিস্‌মহলে রংমশালের সারি জ্বলে,
উঠ্‌ছে গীত—গড়ে উঠ্‌ছে পাগল মনোরথ,
যেন তোমার জলতরঙ্গের আমি একটি গৎ !

পাতালে আজ মহামহোৎসব,
হাঙ্গর-তিমি কর্‌ছে কলরব !
পাখাওয়ালা মাছের ঝাঁক হাউইর মত দেখিয়ে জাঁক
উড়ে' উড়ে' পড়ে ঘুরে', পাথারে দেয় সাঁতার,
উভচর আজ দু'জনের মন রাখ্‌ছে বারবার !

কক্ষে কক্ষে মণিপ্রদীপ জ্বালা,
ধারাযন্ত্রে গন্ধবারি ঢালা,
নাগবালা আর মৎস্যনারী আলো হাতে দিচ্ছে সারি,
জলচর সব ফিরে না ত আর শিকারের খোঁজে,
চাঁদের সুধায় বসে' গেছে সবাই প্রীতি-ভোজে !

আজ তোমার নওরতনের দেশে
চাঁদ ঢুকেছে যাদুকরের বেশে!
চাঁদ ভেঙ্গে যে কুটি কুটি, চাঁদে চাঁদে লুটোপুটি,
মুগ্ধ নিখিল এল নেমে নিশির তীর্থস্নানে,
সাগর ধায় আজ জ্যোৎস্না হ'য়ে মহাসাগর পানে।

---

(৭৫)

হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর !
চাঁদ বেঁধেছে সাগর-জলে ঘর।
কালো জল আজ আলো হ'য়ে   ঢেউ তুলে' যায় কোথা ব'য়ে,
কাহার কাছে যাচ্ছে ল'য়ে কিসের সুখবর ?
কতই রূপ কত ভাগে,   কত যে দ্বীপ বুকে জাগে,
কত না পোত ভাসে, লাগে, ডোবে ছিঁড়ে' নোঙ্গর,
হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর !

কত দেশের পদধূলি,   কত জাতির কোলাকুলি,
যাচ্ছে কোলাহল তুলি' ধর্‌তে নীলাম্বর,
ঢেউগুলি আজ টলে' টলে'   এ ওর গায়ে পড়ে ঢলে',
পড়্‌ছে জলে গলে' গলে' আজের সুধাকর,
চাঁদ বেঁধেছে সাগর-জলে ঘর।

এপার ওপার মিটিয়ে দ্বন্দ্ব   চাঁদ করেছে সেতুবন্ধ,
কোথা পড়ে' আছিস্ অন্ধ, চড়্‌গে সেতু'পর !
মাথার উপর পাথার যুড়ি'   শাদা মেঘ সব যাচ্ছে উড়ি',
স্বপন বুনে চাঁদের বুড়ী, বিবশ চরাচর,
হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর !

তারায় তারায় কি গান বয় ?—   চাঁদের নব যৌবন হয়,
রূপের পদ্ম হ'য়ে বেরোয় ফেটে নভ-সর !
না, আজই চাঁদ হল সৃষ্টি ?   বাতাস করছে পুষ্পবৃষ্টি,
প্রেমের চুমার চেয়েও মিষ্টি আজ্‌কে চাঁদের কর,
হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর !

এ কি জগৎ-ভোলা তৃষা,   হারিয়েছিলাম সকল দিশা,
কখন পালিয়ে গেছে নিশা চিরে জলের স্তর,
সারা রাতের বাসর যাপি'   সাথে ল'য়ে রূপের ঝাঁপি
ওই যে রে চাঁদ পড়ে ঝাঁপি' কাঁপি' থর থর !
চাঁদ বাঁধ্‌ল সাগর-তলে ঘর।

(৭৬)

সাগর, আবার কবে আস্‌বে জোয়ার ?
এক জোয়ারে এপার এলাম, আর জোয়ারে যাব ওপার !
এই যে লাগাবাঁধা ভাঁটা, কাঁকর-কাঁটার পথে হাঁটা,
চুকিয়ে দাও এ কাদা ঘাটা, জোয়ার আন' আবার,
এই যে গোলকধাঁধায় ঘোরা, মাটীর যত ভাঙ্গা-চোরা,
এ সব ছোট ওঠা-পড়ায় মন ওঠে না আমার !
সাগর, আবার কবে আস্‌বে জোয়ার ?

কখন চাঁদটি বাড়ায় তোমায়, পাথার ?
বল, আমায় বল একবার !
জানি, তোমার নাই সীমানা, জানি, তোমার নাই মোহানা,
আমার মত নদী-নালা অনেক আছে তোমার,
একটি দাবী তোমার ওপর— আমি ত নই তোমার পর,
জন্ম জন্ম শুধ্‌ছি তোমার ধার !
সাগর, এবার আস্‌বে না কি জোয়ার ?

পাথার

অনেককাল ছাড়াছাড়ি তোমার সাথে আমার,
চিন্‌তে এখন পার কি হে আর ?
জল-জোনাকি হ'য়ে আমি ঘর করেছি তোমার, স্বামী,
ঝিনুক, শামুক, শৈবাল কতবার,
শেষ-জ্যোৎস্নাটির ধরে' হাতে ধায় প্রাণ তাই তোমার খাতে
উদয় যেথা জেগে—সেই অস্তশিখর পার,
এক জোয়ারে এপার এলাম, আর জোয়ারে যাব ওপার !

(৭৭)

ও ঢেউ, আমায় তরাও, আমায় তরাও,
নোঙ্গর-তোলা পোতে তোমার চড়াও, ওগো চড়াও !
আমার ফুটো ডিঙ্গীখানায় জল ভরেছে কানায় কানায়,
ঘাটে এসে ডুবে গেল এত সাধের ভরা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা !

দিবারে কে বেচে এল হঠাৎ নিশার হাটে,
চাঁদের বুড়ী চর্‌কা হাতে আলোর সুতা কাটে !
ও পারের ওই দেব-ঘরে প্রদীপ জ্বলে থরে থরে,
কাঁসর-ঝাঁঝর উঠ্‌ল বেজে ধূপের গন্ধভরা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা !

কোন পূজারী নাচে সেথা ধূপ্‌তি নিয়ে হাতে,
নূপুর বাজে রুণু রুণু তালে তালে সাথে !
পাঁচপরাণ পাঁচ-প্রদীপ জ্বালি' সঙ্গে নিয়ে এল খালি,
ওপার থেকে বাজায় কে শাঁখ ডাকটি পাগল-করা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা !

পাথার

ঘণ্টা বাজে, ডেকে ওঠে ওপার-ধাওয়া বান,
নাবিক, তোমার পারের ভেলায় একটু দাও না স্থান!
বাদ্‌লা রাতে ভাস্‌বে ভেলা, মাত্‌লা হাওয়া মার্‌বে ঠেলা,
এ জোয়ার যায় ওপার পানে জীয়িয়ে নিয়ে মরা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা!

দেখ্‌বে পথে কত দ্বীপ যাদুর মত জাগে,
ধরাও যদি জাহাজ সেথা, আমার দিব্বি লাগে!
সহর-বন্দর পিছু করে' যেও খাড়া পাড়ি ধরে',
উঠ্‌ল ওপার-ধাওয়া জোয়ার সকল দুঃখ-হরা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা!

(৭৮)

ওপারের ঢেউ এ পারের গায় আশীষের হাত বুলায়,
এ পারের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে ওপারের পা ধোয়ায়।
কে জানে কোন্ প্রাণের টানে, কি কথা হয় কাণে কাণে,
তরঙ্গের সে তাড়িৎ-জ্বালা কিসের বার্ত্তা বয়!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে এই প্রথায় কি মনের কথা হয়?

জড়ের ভাষা বুঝ্‌তাম যদি, জান্‌তাম নিজের কথা,
জড়ের শিরায় রক্ত নাচে, বুঝ্‌তাম তাহার ব্যথা!
জীবের শুধু মিছে বড়াই, যেমন চড়াই, তেম্‌নি উৎরাই,
পাঁচ-মিশালো ফুলে সে যে বাঁধা একটি তোড়া,
পাঁচটি ধাতু দিয়ে যেন একটি রতন মোড়া!

জীবন-পাঁপড়ি পড়ে খসে', খোস্‌বো যায় উড়ে,
বোঁটা শুধু কাঁদে পড়ে' কালের আস্তাকুঁড়ে!
সে কাঠামোও হয় শেষে ছাই, জড় ও জীবের এক গতি ভাই,
দুইয়ের মাঝে রশি টেনে মিছে টানা দাগ,
পাঁচভূতে নেয় দু'দলকেই সমান করে' ভাগ!

পাথার

পাথার, তুমি জীব না হ'য়ে হ'লেই না হয় জড়,
তোমার পায়ে হাজার বার করি আমি গড় !
সাপের মত খোলস্ আমার বদ্‌লাতে হয় কত না বার,
আমার আছে আধি-ব্যাধি, জন্ম আর মরা,
তোমার ত নাই উদয়-বিলয়, শুক্লকেশ জরা !

শেষে একদিন সে কোন্ এক মহাঝঞ্ঝার পরে
তোমায় আমায় দেখা হবে কালের যাদুঘরে !
আমার কঙ্কাল ঠেকে' পায়ে কাঁটা দেবে তোমার গায়ে,
গত-কাল সব উঠ্‌বে ভেসে সে দিনের মাঝখানে,
তোমায় আমায় চির-মিলন ঝড়ের অবসানে !

———

(৭৯)

ধেই ধেই আজ নাচে রে সাগর,
নাচে যেন ক্ষ্যাপা দিগম্বর !
নাচে সাথে শ্মশান-সেনা, বেরিয়ে গেছে মুখে ফেনা,
মত্ত বৃষভ গর্জ্জে গর্ গর্,
নাচে রে ওই ক্ষ্যাপা দিগম্বর !

নাচ্ছে সাথে রবি-সোম, নাচে মরুত, নাচে ব্যোম্,
যুগ যায় ? না, আসে যুগান্তর ?
ফেনা-ফণী,—হাড়মালা, কণ্ঠে নীলের গরল জ্বালা,
ভালে ধক্ ধক্ শিশু শশধর,
নাচে রে ওই ক্ষ্যাপা দিগম্বর !

এ তাণ্ডবের মহা নাটে ভেঙ্গে এল রতন-হাটে
সওদা করতে বিশ্ব-চরাচর !
ঈশান-কোণে জল্‌ছে নিশান, ঈশান আবার বাজায় বিষাণ,
সৃষ্টি-শিশু কাঁপ্‌ছে থর্ থর্,
ধেই ধেই আজ নাচে রে সাগর !

মহা ঊর্দ্ধে বাহু তোলা, যোগানন্দে মগন ভোলা,
রূপে ফুটে' উঠ্‌ছে হরি-হর !
আসে কালের সিদ্ধি খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে কোথায় ধেয়ে,
পড়্‌তে কাহার পাদপদ্ম'পর ?
ধেই ধেই আজ নাচে রে সাগর !

(৮০)

ঝিলিক্ দিয়ে মেঘ উঠ্‌ল সেজে,
মেরু হ'তে ঝড় আস্‌ল তেজে!
বালিরাশি উড়্‌ছে তীরে, বারিরাশি সুগভীরে,
কিরণ-যন্ত্রে তার খসিয়ে যন্ত্রী গেছে ভেগে,
পাখীর পাখা গুটায় যেমন বাদল-গন্ধ লেগে!

আকাশ খালিই মাখ্‌ছে তোমার কালি,
বিজ্‌লী দিচ্ছে আলোর করতালি!
শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ শ্বাসে কা'র নিব্‌ছে বাতি বার বার,
জলের তাড়িৎ লড়াইর ঝোঁকে যত উঠ্‌ছে মেতে,
নভের আগুন দিচ্ছে সাড়া মেঘে আড়ি পেতে!

চুপটি মেরে ভালমানুষ আকাশ
নিজের অধিকারে করে বাস,
ঢুকে' তাহার বারুদখানায়, আগুন দিয়ে কে আজ পালায়?
ছুট্‌ছে পাছে পাগ্‌লা বাতাস মেঘের কটক কেটে,
গুম্ গুম্ গুম্ কামান!—গেল আকাশ পাতাল ফেটে!

---

(৮১)

ওপরের ঢল্ গলেছে আজ নীচের জল ছুঁয়ে,
রভসে তার অবশ দেহ পড়্ছে নুয়ে নুয়ে !
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরে ধারা, প্রহর-পল গুলিয়ে সারা,
মেঘের বালিশ শিথান দিয়ে আলো আছে শুয়ে,
ওপরের ঢল্ গলেছে আজ নীচের জল ছুঁয়ে !

গারোদ ভেঙ্গে পাগ্‌লা বাতাস ছুটে' আস্‌ছে পাতাল,
বাজ্‌ছে ঢোল, হাসির রোল, দোল খেল্‌ছে মাতাল !
হচ্ছে ঢেউয়ের ঝুলন-খেলা, তুফান মারে দোলায় ঠেলা,
খুসির আবির মেখে মেখে তিনটি ভুবন লাল,
বাজ্‌ছে ঢোল, হাসির রোল, দোল খেল্‌ছে মাতাল !

হুহু করে' ফাগের মত উড়্ছে ঘুর্‌ছে বালি,
সর্ সর্ সর্ চল্‌ছে রং, পিচ্‌কারী হয় খালি !
মেঘের আগুন গুলে' জলে হোরি খেল্‌ছে লাখ্ পাগলে,
বুকের রক্ত ঢেলে ঢেলে রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে কালি,
সর্ সর্ সর্ চল্‌ছে রং, পিচ্‌কারী হয় খালি !

পাথার

যেথায় মরণ লাজে মরে নবজীবন পাশে,
সেখান থেকে ঢল্ নেমেছে পাথার, কি তোর বাসে ?
ঢেউয়ের চাকায় ঘুরে' ঘুরে' যাব দূরে—অনেক দূরে,
উঠ্ব বা এক কুহুর দেশে নূতন মধুমাসে—
যেথান থেকে ঢল্ নেমেছে তোমার জলবাসে !

---

(৮২)

নিদ্রায় চমকি উঠি !—না জানি কখন
ছেড়ে যেতে হয় তোর সোণার বাতাস,
একটি নিশ্বাসে চায় মর্ম্মের হুতাশ
মর্ম্মে টেনে নিতে সেই মৃতসঞ্জীবন !
পরাণের কক্ষে কক্ষে আঁটিয়া কুলুপ—
মনে হয়, বাঁধি এরে থরে থরে থরে,
প্রতি-পল-পরিচিত সে স্নিগ্ধ অরূপ
নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিই দূর দেশান্তরে !
যতদূর লাগে—যায় সুশীতল করি,
লাফে লাফে বেড়ে চলে জীবনের আয়ু,
শ্লথ শিরা-উপশিরা, ছিন্নভিন্ন স্নায়ু
আনন্দে বাজিয়া উঠে শিহরি শিহরি !
প্রতি স্পর্শে জুড়াইছে আত্মার বেদনা,
শব্দে ঘ্রাণে প্রাণে প্রাণে আনন্দ-চেতনা !

(৮৩)

বল কি, অ্যাঁ ! এরই মাঝে বিদায়ের ঘড়ি বাজে ?
হাত ধরে' টানে অবসান !
টিট্‌কারী দিয়ে কয়,— স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়,
অসীমেরও আছে পরিমাণ !
সকলেরই আছে মাত্রা, আজ ফিরে-রথযাত্রা
ছক-কাটা দাগা-পথ দিয়া,
কি ফেলিয়া কি চেয়েছি, কি খুঁজিতে কি পেয়েছি,
দেখা ত তা হ'ল না বুঝিয়া !
সুধাপান সুরু মাত্র, কে কাড়িল পূরা-পাত্র,
কে ভাঙ্গিল সাধের পেয়ালা ?
তোমারে ধরিতে এসে চলে' গেছি স্রোতে ভেসে,
ভাসে যথা স্রোতের শেয়ালা !
আজ স্মৃতি-সিঁড়ী বেয়ে তব গীতি উঠে ছেয়ে,
মধু, মধু, শুধু তাহা মধু !
এ মধু সে মধু নয়, প্রাণে প্রাণে সূর্য্যোদয়,
জীবনের সুপ্রভাত, বঁধু !

পাথার

অন্তরের অন্তস্থল প্লাবিয়াছে তীর্থজল,
স্নানে পানে ঘ্রাণে স্বর্গ জাগে,
যেন তার আগমনে ব্রহ্মাণ্ড ফুটিল মনে,
সহসা সে অবসর মাগে,
কদম্ব-তমাল-তাল, ধবলী-শ্যামলী-পাল
ফলেছিল এ অতল-তলে,
ফেনের প্রচ্ছদপট খুলে' তাজা বংশীবট
দেখালে সে ন'দের পাগলে!
হেরি' জলে বিশ্বনৃত্য ভরিল ভক্তের চিত্ত,
টানিল সে ঝুলনের রশি,
আপনারে মজাইয়া, ব্রজগোপী সাজাইয়া
পড়ে' গেল পাদপদ্মে খসি'!
আজ পড়ে' বালি মাঝে সে কাহিনী প্রাণে বাজে,
চোখে মোর থামিছে না ধারা,
উঠে মনে স্মৃতি চিরে'— ডেরা বাঁধি তব তীরে
হয়েছিনু ঢেউ মাঝে হারা!
বর্ষায় গুটায়ে পাখে পাখী পাতা-ঢাকা শাখে
ঝিমে যথা উড়াল ভুলিয়া,

তেমনই ছিলাম মরে', উঠাইলে তাজা করে',
দিলে মোরে আকাশে তুলিয়া।
মনে পড়ে, আঁখি মেলি', প্রভাতের জলকেলি,
দ্বিপ্রহরে ঢেউ-দোলে দোলা,
অপরাহ্ণে বালি মেখে তোমার বাগান থেকে
ঝিনুক-শামুক-ফুল তোলা!
ফনী-মণী যেন কাড়ি'— জ্যোতি-কীট এনে বাড়ী
রাঙ্গাতেম অন্ধকার ঘর,
সে জল-জোনাকি ধরে' 'উড়ে'-মেয়ে টিপ্ পরে'
সন্ধ্যারে করিত মনোহর!
'পম্‌ফ্রেট' ধরে জেলে, দেখিতাম, তীরে ছেলে
বালু খুঁড়ে' কাঁকড়া কুড়ায়,
শেষ গর্জ্জে রুক্ষ বাণী, হেরি তার হাতছানি,
আসি সিন্ধু, বিদায়, বিদায়!
যেথা যাব, পাছে থেকে আর্দ্র বায়ু যাবে ডেকে
অঙ্গে মাখি' সলিল-সৌরভ;
জল-স্বপনের ঘোর লেগে রবে চক্ষে মোর,
কাণে জেগে রবে শোঁ শোঁ রব!

যখনই মোদের নভে ঘোর ঘনঘটা হবে,
বজ্র তার ঘোষিবে বিক্রম,
প্রাণ ডাকে ফুকারিবে, কালো দেখে শিহরিবে,
মত্ত নৃত্যে ধরিবে পেখম!

সমাপ্ত